ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন লাইব্রেরী -- ২৫

# জরুরী মাছায়েল

(প্রথম ভাগ)

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন,
এমামোল হোদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সূফী
জনাব, আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

**মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)**

**কর্ত্তৃক অনুমোদিত**

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ,
ফকিহ্ শাহ সুফী, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

**মোহম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)**

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

**পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন**

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ "নবনুর কম্পিউটার" ও
প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
চতুর্থ মুদ্রণ - ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য- ৬০ টাকা মাত্র।

# সূচীপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على
رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين

# জরুরী মাসায়েল

## ( প্রথম ভাগ )

### প্রথম মসলা

পশ্চিম দেশে এক দিবস অগ্রে রমজানের চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইলে, পূর্ব্বদেশবাসীদিগের উপর একটি রোজা কাজা করা আবশ্যক হইবে কি না?

### উত্তর

আলমগিরি, ১ম খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা ঃ—

و لا عبرة لاختلاف المطالع فى ظاهر الرواية كما فى فتاوى قاضيخان وعليه فتوى الفقيه ابى الليث وبه كان يفتى شمس الائمة الحلوانى قال لو رأى اهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على اهل المشرق كذا فى الخلاصة

"জাহের রেওয়াএত অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্রোদয় হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দেওয়া হইবে না। এইরূপ কাজিখান গ্রন্থে আছে। ফকির আবুল্লাএছ এই

মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। শামসোল আয়েম্মায়-হোলা-ওয়ানি উক্ত মতের উপর ফৎওয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, যদি পশ্চিম দেশবাসীগণ রমজানের নবচন্দ্র দেখে, তবে পূর্ব্ব দেশবাসীগণের উপর রোজা রাখা ওয়াজেব। এইরূপ খোলাছা গ্রন্থে আছে।"

জামেয়োর রমুজ গ্রন্থে আছে :—

و الصحيح من مذهب اصحابنا انه يلزم اذا استفاض الخبر فى البلدة الاخرى وان لا عبرة لاتحاد المطالع واختلافها و هذا ظاهر الرواية *

"আমাদের হানাফি বিদ্বান্‌গণের সহিত মত এই যে, যদি (এক শহরের চন্দ্র দেখার ) সংবাদ অন্য শহরের বহু লোকের সাক্ষ্যে বিঘোষিত হয়, তবে ( এই শহরবাসীগণের উপর ) রোজা রাখা ওয়াজেব হইবে। ( উক্ত শহরদ্বয়ে ) এক সময়ে চন্দ্রোদয় হওয়ার এবং ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্রোদয় হওয়ার বিষয় লক্ষ্য করা হইবে না। ইহাই জাহের-রেওয়াএত।"

শামি গ্রন্থে আছে :—

ظاهر الرواية الثانى و هو المعتمد عندنا وعند المالكية الحنابلة *

"দ্বিতীয় মতটি ( অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্রোদয় হওয়ার প্রতি লক্ষ্য না করা ) জাহেরে-রেওয়াএত, ইহাই আমাদের ও মালিকি এবং হাম্বলিদিগের বিশ্বাসযোগ্য মত।"

দোর্রোল মোখতার :—

فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب *

"যদি পূর্ব্ব দেশবাসিদিগের নিকট পশ্চিম দেশবাসিদিগের চাঁদ দেখার সংবাদ প্রমাণযোগ্য ভাবে পৌঁছিয়া থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে রোজা (কাজা) করা ওয়াজেব হইবে।"

শামি গ্রন্থে উক্ত কথার টীকায় লিখিত আছে ঃ—

قوله بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهدا على حكم القاضي ويستفيض الخبر قال الرحمتي معنى الاستفاضة أن تأتي من تلك البلدة جماعة متعددون كل منهم يخبر عن اهل تلك البلدة انهم صاموا عن رؤية *

প্রমাণযোগ্য ভাবে সংবাদ পৌঁছিবার মর্ম্ম এই যে, দুইটি লোক পূর্ব্ব দেশে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আমরা পশ্চিম দেশে অমুক স্থানে অমুক সময়ে চাঁদ দেখিয়াছি; কিম্বা দুইটি লোক এইভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, পশ্চিম দেশে অমুক শহরের কাজির নিকট দুইজন উপযুক্ত লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং কাজি সাহেব তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া রোজা রাখার হুকুম দিয়াছেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও স্বকর্ণে শুনিয়াছি। কিম্বা সংবাদটি অতি প্রকাশ্য হইয়া পড়ে, রহমতি অতি প্রকাশ্য হওয়ার মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, বহু দল লোক সেই দেশ হইতে (এই দেশে) উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে বলে যে, উক্ত শহরের লোক চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখিয়াছেন।"

নাহরোল-ফএক গ্রন্থে আছে ঃ—

يلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب فى ظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا فى الخلاصة و قيل يعتبر فلا يلزمهم قال الشارح لكن قال فى الفتح الاخذ بظاهر الرواية احوط و على الاول فانما يلزمهم اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب انتهى *

"জাহের মজহাব অনুযয়ী পশ্চিম দেশবাসিদিগের চন্দ্র দেখাতে পূর্ব্ব দেশবাসিদিগের পক্ষে রোজা ওয়াজেব হইবে, এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, এইরূপ খোলাছা কেতাবে আছে।

কতক সংখ্যক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্র উদয় হওয়ার ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইবে, এ সূত্রে পশ্চিম দেশবাসির চন্দ্র দর্শনে পূর্ব্ব দেশবাসিদের উপর রোজা রাখা ওয়াজেব হইবে না।

টিকাকার ( নহরোল-ফাএক প্রণেতা ) বলেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত মত, কিন্তু ফৎহোল-কাদির গ্রন্থে আছে যে, জাহের রেওয়াএত গ্রহণ করা দায়িত্বশূন্য হওয়ার পক্ষে উত্তম। প্রথম মত অনুযায়ী যদি পূর্ব্ব দেশবাসিদিগের নিকট পশ্চিম দেশবাসিদিগের চন্দ্র দর্শনের সংবাদ প্রমাণযোগ্য ভাবে পৌঁছিয়া থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে রোজা ( কাজা ) করা ওয়াজেব হইবে।"

মারাকিল-ফালাহ্ গ্রন্থে আছে ঃ—



اذا ثبت الهلال فى بلدة لزم سائر الناس فى ظاهر الرواية وعليه الفتوي وهو قول اكثر المشائخ فيلزم قضاء يوم على اهل بلدة صاموا تسعة و عشرين يوما لعموم الخطاب و هو صوموا لروية وقيل يختلف باختلاف المطالع واختا ره صاحب التجريد كما اذا زالت الشس عند قوم وغر بت عند غيرهم فالظهر على الا و لين لا المغرب *

"যদি কোন শহরে ( রমজানের ) নবচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তবে জাহের রেওয়াএত অনুযায়ী ( অন্যান্য দেশের ) সমস্ত লোকের উপর রোজা ( কাজা ) করা ওয়াজেব হইবে, এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে। ইহাই অধিকাংশ প্রাচীন বিদ্বানের মত। এই সূত্রে যে কোন শহরের যে কোন লোক ২৯ দিবস

(রমজানের) রোজা রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে এক দিবসেও রোজা কাজা করা ওয়াজেব হইবে, কেননা হজরত নবি (ছাঃ) সমস্ত জগদ্বাসীকে লক্ষ্য করা সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন যে, তোমরা চন্দ্র দেখিয়া রোজা রাখ। (অতএব জগতে কোন দেশের লোক চন্দ্র দেখিলে, সমস্ত জগতের লোকের পক্ষে রোজা ওয়াজেব হইবে)। কতক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইলে, হুকুম পৃথক পৃথক হইবে। তজরিদ প্রণেতা এই মতটি পছন্দ করিয়াছেন, যেরূপ সূর্য্য একদলের পক্ষে গড়িয়া এবং অন্য দলের পক্ষে অস্তমিত হইয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রথম দলের উপর জোহর ফরজ হইয়া থাকে, মগরেব ফরজ হয় না।

মুফতি আবুছ-ছউদ 'মারাকিল-ফালাহের' টীকায় লিখিয়াছেন :—

قوله كما ذهب اليه صاحب التجريد وهو الاشبه لان انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار كما فى دخول الوقت وخروجه هذا مثبت فى علم الافلاك والهيئة عيني وقل ما يختلف به المطالع مسيرة شهر كما فى الجواهر انتهى ملخصا *



তজরিদ প্রণেতা যাহা পছন্দ করিয়াছেন, উক্ত মতই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, কেননা সূর্য্যকিরণ কর্তৃক নবচন্দ্রের উদয় জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে, যেরূপ (নামাজের) ওয়াক্ত উপস্থিত ও অতীত হওয়া (ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংগঠিত হয়)। ইহা জ্যোতিব বিদ্যায় প্রমাণিত হইয়াছে। আয়নি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। জাওয়াহের গ্রন্থে আছে, অতি কম এক মাসের পথ হইলে, পৃথক পৃথক সময়ে চন্দ্রোদয় হইতে পারে।"

তাতারখানিয়া গ্রন্থে আছে :—

اهل بلدة اذا رأوا الهلال هل يلزم فى حق كل اهل بلدة رويتهم و فى الخانية لا عبرة باختلاف المطالع فى ظاهر الرواية و فى الظهيرية عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يعتبر فى حق كل بلدة روية اهلها و فى القدوري ان كان بين البلد تين تفاوت لا تختلف بالمطالع يلزم وذكر الشيخ شمس الائمة الحلوانى انه الصحيح من مذهب اصحابنا انتهى *

"যদি এক শহরবাসিগণ নবচন্দ্র দেখিয়া থাকেন, তবে (জগতের) সমস্ত শহরবাসিদিগের উপর রোজা ফরজ হইবে কি না, (ইহাতে প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কতক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, ফরজ হইবে না। প্রত্যেক শহরবাসিদিগের পক্ষে তাহাদের চন্দ্র দেখা ধর্ত্তব্য হইবে)। খানিয়া গ্রন্থে আছে, জাহের রেওয়াএত অনুযয়ী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চন্দ্রোদয় হওয়াতে ব্যবস্থা পৃথক পৃথক হইবে না। জাহিরিয়া গ্রন্থে আছে, (হজরত) এবনো আব্বাছ (রাঃ) প্রত্যেক শহরের পক্ষ্যে তথাকার অধিবাসীগণের চন্দ্র দেখা প্রমাণযোগ্য ধারণা করিতেন। কদুরী গ্রন্থে আছে, যদি দুই শহরের মধ্যে এরূপ ব্যবধান হয় যে, (উভয় স্থলে) একই সময়ে চন্দ্রোদয় হয়, তবে এক শহরবাসিদিগের চাঁদ দেখার জন্য শহরবাসিদিগের উপর রোজা ওয়াজেব হইবে। শামছোল আএম্মা হোলওয়ানি ইহা আমাদের হানাফি বিদ্বান্‌গণের সহিহ মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা জয়লয়ি 'কাঞ্জের' টীকায় লিখিয়াছেন :—

اكثر المشائخ علي انه لا يعتبر اختلاف المطالع والاشبه ان يعتبر لان كل قوم مخاطبون بما عند هم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الا قطار

والدليل على اعتباره ما روي عن كريب ان ام الفضل بعثته الى معاوية رضى الله تعالى عنه قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل شهر رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر الي ابن عباس رضى الله عنه وذكر الهلال فقال متي رأيتم الهلال فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته قلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية رض فقال لكنا رأيناه فى ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلثين يوما او نراه فقلت اولا نكتفى برؤية معاوية رض صامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم قال في المنتقي رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة انتهي ملخصا *

"অধিকাংশ প্রাচীন বিদ্বানের মত এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্রোদয় হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন হুকুম দেওয়া যাইবে না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্রোদয় হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন হুকুম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মত, কেননা প্রত্যেক দল তাহাদের নিজেদের অবস্থার অনুপাতে শরিয়তের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সূর্য্য কিরণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্রোদয় হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশে চন্দ্রোদয় হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যবস্থা প্রদান করা হইবে, ইহাই প্রমাণ এই হাদিস, কোরআন হইতে রেওয়াতে আছে, নিশ্চয় ( হজরত ) উম্মোল ফজল তাঁহাকে ( হজরত ) মোয়াবিয়ার ( রাঃ ) নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি শাম দেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন করিলাম। আমার শাম দেশে থাকিতে থাকিতে রমজানের নব চন্দ্র উদয় হইল, আমি শুক্রবার রাত্রে চন্দ্র দেখিয়াছিলাম ! তৎপরে আমি মাসের শেষভাগে মদিনা শরিফে ( হজরত ) এবনো আব্বাছের ( রাঃ ) নিকট উপস্থিত

হইলাম। তিনি ( রমজানের ) নব চন্দ্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তোমরা কোন্ দিবস চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলে ? আমি তদুত্তরে বলিলাম, আমরা শুক্রবার রাত্রে চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলাম। তিনি ( হজরত এবনো আব্বাস ) ( রাঃ ) বলিলেন, তুমিও কি উক্ত চাঁদ দর্শন করিয়াছিলে ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আরও অনেক লোকে চাঁদ দেখিয়াছিলেন, রোজাও রাখিয়াছিলেন এবং ( হজরত ) মোয়াবিয়া ( রাঃ ) রোজা রাখিয়াছিলেন। তখন তিনি বলেন, কিন্তু আমরা শনিবারের রাত্রে চাঁদ দেখিয়াছি, আমরা যতক্ষণ না ত্রিশ পূর্ণ করিব কিম্বা চাঁদ দেখিব, ততক্ষণ রোজা করিতে থাকিব। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, আপনি কি ( হজরত ) মোয়াবিয়ার চাঁদ দেখা ও রোজা রাখা যথেষ্ট মনে করেন না ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, না। ( হজরত ) রসুলে খোদা ( ছাঃ ) আমাদিগকে এইরূপ হুকুম করিয়াছেন। মোন্তাকা গ্রন্থে আছে যে, ( এমাম ) বোখারি ও এবনো মাজা ব্যতীত সহিহ লেখক চারিজন মোহাদ্দেছ এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন।"

জাওয়াহেরে মণিফা গ্রন্থে আছে :—

لا عبرة باختلاف المطالع وعليه كثير من المتون المعتبرة كصاحب الكنز قال الزيلعي والا شبه ان يعتبر لان كل قوم مخاطبون بما عند هم انتهي *

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্রোদয় হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা বিধান করা হইবে না, কাঞ্জ প্রণেতার ন্যায় বহু বিশ্বাসযোগ্য ( ফেক্হের ) মতন লেখক এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ( আল্লাম ) জয়লয়ী বলিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্রোদয় হওয়ার হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হওয়া যুক্তিযুক্ত মত, কেননা প্রত্যেক দল তাহাদের অবস্থার হিসাবে শরিয়তের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

মোখতারোন্নওয়াজেল গ্রন্থে আছে ঃ—

اهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوما بالرؤية و اهل بلدة اخري صاموا ثلثين يوما بالرؤية فعلى الاولين قضاء يوم اذا لم تختلف المطالع بينهما و اما اذا اختلف لا يجب القضاء انتهى *

" এক শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখিয়া ২৯টি রোজা রাখিয়াছেন, পক্ষান্তরে অন্য শহরের অধিবাসিগণ চাঁদ দেখিয়া ৩০টি রোজা রাখিয়াছেন, যদি উভয় শহরে একই সময়ে চন্দ্রোদয় হয়, তবে প্রথমোক্ত শহরবাসিদিগের উপর একটি রোজা কাজা করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন সময় চন্দ্রোদয় হয়, তবে ( একটি রোজা ) কাজা করা ওয়াজেব হইবে না। "

মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবি 'মজমুয়া ফৎওয়া'-র দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"জ্ঞান ও হাদিস অনুমোদিত ছহিহ্ মত এই যে, দুই শহরের মধ্যে এক মাসের পথ ব্যবধান হয়, উপরোক্ত স্থানদ্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চন্দ্রোদয় হইতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চিমদেশের লোক চন্দ্র দেখিলে পূর্ব্বদেশবাসিদিগের উপর রোজা ওয়াজেব হইবে না। আর যে সমস্ত শহরের মধ্যে এক মাসের কম পথ ব্যবধান হয়, তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন এক শহরের মধ্যে লোক চাঁদ দেখিলে, যদি প্রমাণযোগ্য ভাবে উক্ত সংবাদ অন্য শহরে পৌঁছিয়া থাকে, তবে এই শহরবাসিদিগের উপর রোজা ওয়াজেব হইবে। "

মূল মন্তব্য এই যে, যদি কলিকাতাবাসিগণ ২৯শে শা'বানের পর সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখিতে না পান, কিন্তু কলিকাতা হইতে এক মাসের কম পথ অথবা এক মাসের দূর পথ কোন শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং দুইজন ধর্ম্মপরায়ণ লোক উক্ত দূরদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন যে,

আমরা উক্ত শহরে চাঁদ দেখিয়াছি অথবা আমাদের সাক্ষাতে তথাকার শহরের কাজি, দুইজন উপযুক্ত সাক্ষীর মুখে চাঁদ দেখার সংবাদ শুনিয়া রোজার হুকুম করিয়াছেন, কিম্বা সেই শহরের বহুদল লোক কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া বলেন যে, তথাকার লোক চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখিয়াছেন, তবে হানাফীয় মজহাবের জাহের রেওয়াএত অনুযায়ী কলিকাতার অধিবাসিগণের উপর একটি রোজা কাজা করা ওয়াজেব হইবে। এই মতের উপর অনেক হানাফী বিদ্বান ফৎওয়া দিয়াছেন। এই মত গ্রহণ করাতে শরিয়তের কার্য্যে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। কতক সংখ্যক হানাফি বিদ্বান বলিয়াছেন যে, যদি এক মাসের বা এক মাসের অধিক দূর পথ হইতে এক দিবস অগ্রে চন্দ্রোদয়ের সংবাদ পূর্ব্বদেশে পৌঁছিয়া থাকে, তবে পূর্ব্বদেশবাসিদিগের উপর উক্ত রোজা কাজা করা ওয়াজেব হইবে না, আর যদি এক মাসের কম পথ কোন শহর হইতে এক দিবস অগ্রে চাঁদ দেখার সংবাদ উপরোক্ত তিন প্রকার পূর্ব্বদেশে পৌঁছিয়া থাকে, তবে পূর্ব্বদেশবাসিদিগের উপর একটি রোজা কাজা করা ওয়াজেব হইবে। সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ মোহাদ্দেছ হানাফি বিদ্বানগণ এই মতটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, যদি খোরাছান বোম্বাই, মক্কা, মদিনা কিম্বা শামদেশ হইতে একজন লোক কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া বলেন যে আমি অমুক স্থলে এক দিবস অগ্রে চাঁদ দেখিয়াছি কিম্বা দুই চারিজন তথা হইতে আসিয়া বলেন যে, আমরা চাঁদ দেখি নাই, তবে আমাদের দেশের লোক চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখিয়াছেন, কিম্বা দুই একটি টেলিগ্রামে বা দুই একখানা পত্রে কিম্বা দুই একখানা সংবাদপত্রে এক দিবস অগ্রে চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া যায়, তবে পূর্ব্বদেশবাসিদের উপর উপরোক্ত দুই দল বিদ্বানের মধ্যে কাহারও মতে একটি রোজা কাজা করা ওয়াজেব হইবে না।

মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবি 'মজমুয়া-ফাতাওয়া'র দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, যদি ভিন্ন ভিন্ন শহর হইতে বহু পত্র প্রাপ্তে জানা যায় যে, এক দিবস অগ্রে চন্দ্রোদয় হইয়াছে কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন শহর হইতে বহু টেলিগ্রাম পাওয়া যায়, তবে তদনুযায়ী কার্য্য করা যাইতে পারে।

## *দ্বিতীয় মসলা।*

**টেলিগ্রামের সংবাদে রোজা রাখা কিম্বা ঈদ করা জায়েজ হইবে কি না? যদি কেহ টেলিগ্রামের সংবাদে ঈদ করে, তবে দোষ হইবে কি না?**



### ঃঃ উত্তর ঃঃ

**হোদায়া গ্রন্থে আছে ঃ—**

"যদি আকাশ মেঘাচ্ছান্ন থাকে, তবে একজন ধার্ম্মিক পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক রমজানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে, রোজা রাখিতে হইবে। আর দুইজন ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ লোক কিম্বা একজন ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ লোক ও দুইজন ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক শাওয়ালের বা ঈদল আজাহার চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে, ঈদ করিতে হইবে। আর যদি আকাশে মেঘ না থাকে, তবে উপরোক্ত তিন ক্ষেত্রে বহু লোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে। কেহ কেহ বলেন, গ্রামবাসিদিগের সাক্ষ্য, এমাম আবু ইউছোফের মতে ৫০ জন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে।"

মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবি 'মজমুয়া-ফাতাওয়া'র

**প্রথম খণ্ডে (৩৮৯ পৃষ্ঠায়) একটি প্রশ্নের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—**

**প্রশ্নটি এই ঃ—**

"বর্ত্তমান টেলিগ্রামের উপর বিশ্বাস করিয়া সংসারের লক্ষ লক্ষ কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, কখন টেলিগ্রাফিক সংবাদে তারতাম্য পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষণে রমজানের কিম্বা শওয়ালের চাঁদ দেখা সম্বন্ধে টেলিগ্রামের সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য হইবে কি না? যদি বিশ্বাস যোগ্য হয়, তবে রোজা রাখার কিম্বা এফ্‌তার করার হুকুম দেওয়া যাইবে কিনা ?

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

"ফেকাহ তত্ত্ববিদ্‌ বিদ্বানগণের নিয়ম অনুযায়ী তার ইত্যাদির সংবাদ রোজা ও এফ্‌তার সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। দোর্রোল-মোখতারে লিখিত আছে, প্রমাণযোগ্য ভাবে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছিলে, উহা গ্রহণীয় হইবে।

শামি গ্রন্থে উহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে,— 'যদি দুইটি ধার্ম্মীক লোক এদেশে আসিয়া সাক্ষ্য দেন যে, আমর অমুক শহরে চাঁদ দেখিয়াছি কিম্বা আমাদের সাক্ষাতে অমুক শহরের কাজি, দুইজন উপযুক্ত সাক্ষী লইয়া রোজা রাখার হুকুম দিয়াছেন, অথবা সেই শহরের বহু লোক এই দেশে আসিয়া বলেন যে, তথাকার লোকে চাঁদ দেখিয়া রোজা করিয়াছেন, তবে এদেশের লোকের পক্ষে রোজা রাখা ওয়াজেব হইবে।"

আরও উক্ত ফাতাওয়ার ৩৭৬/৩৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

## ঃঃ প্রশ্ন ঃঃ

যদি কোন শহরে শনিবারে রমজানের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয় ও অন্য শহরে রবিবারে উক্ত চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়, আর যদি প্রথমক্তো

শহরে এক ব্যক্তি শেষোক্ত শহরের কোন বন্ধু বা আত্মীয় ব্যক্তির নিকট এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিয়া পাঠান যে, এই শহরে শনিবারে চাঁদ দেখা গিয়াছে, কিন্তু আমি উক্ত চাঁদ দেখি নাই, কিম্বা আমিও চাঁদ দেখিয়াছি, তবে এই পত্র অনুসারে শেষোক্ত শহরবাসিদিগের উপর রোজা। কাজা ওয়াজেব হইবে কি না ? পত্রের দ্বারা রমজান সাব্যস্ত হইতে পারে কিনা? যদি হয়, তবে একজন সাধারণ লোক অন্য সাধারণ লোককে পত্র লিখিলে, কি রমজান সাব্যস্ত হইবে ? অথবা প্রথমোক্ত শহরের কাজীকে শেষোক্ত শহরের কাজীর নিকট পত্র লেখা আবশ্যক হইবে? যদি একজন কাজী দুইজন ধার্ম্মীক লোকের সাক্ষাতে একখানা পত্রে কোন পার্থিব বিষয়ের সংবাদ লিখিয়া মোহর করিয়া দেন, তৎপরে উক্ত সাক্ষীদ্বয় উক্ত মোহরাঙ্কিত পত্রসহ অন্য শহরের কাজীর কাছারিতে উপস্থিত হইয়া প্রথমোক্ত কাজীর উক্ত পত্র লেখার এবং উহাতে মোহর করার সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে উক্ত পত্র এই কাজীর পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে। এক্ষণে রমজানের চাঁদ দেখা সংক্রান্ত পত্রখানি কি উপরোক্ত নিয়মে লিখিত ও প্রেরিত হওয়া আবশ্যক হইবে ? অথবা কেবল চাঁদ দেখা সংক্রান্ত একখানা পত্র লিখিলে যথেষ্ট হইবে ?

**দ্বিতীয় ঃ—** টেলিগ্রামের সংবাদ কি রমজান ও ঈদল-ফেৎর প্রমাণিত হইতে পারে ?

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

রমজান ও ঈদল-ফেৎর সম্বন্ধে তারের সংবাদ কিম্বা একখানি পত্র যথেষ্ট হইবে ন, অবশ্য এক শহরের কাজী কর্ত্তৃক অন্য শহরের কাজীর নিকট উপরোক্ত নিয়মে লিখিতও প্রেরিত পত্র দ্বারা রমজানের রোজা রাখা ও ঈদ করা যাইতে পারে। তৎপরে মাওলানা ছাহেব প্রথম ফৎওয়ায় লিখিত দোর্রোল-মোখতার ও আরও উক্ত ফৎওয়ার দ্বিতীয় খণ্ড, ২৩৭/২৩৮ পৃষ্ঠাঃ।

## ঃঃ প্রশ্ন ঃঃ

"যদি ধর্ম্মপরায়ণ দুই ব্যক্তি টেলিগ্রামযোগে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, আমরা চাঁদ দেখিয়াছি, তবে উক্ত সংবাদ অনুসারে তথাকার লোকদিগের পক্ষে ঈদল-ফেৎর অথবা ঈদল-আদহা করা জায়েজ হইবে কি না ?

দ্বিতীয়, যদি কেহ জানা বশতঃ বা নাজানা বশতঃ উক্ত সংবাদের প্রতি নির্ভর করিয়া রোজা এফতার করে, তবে কি হইবে?"

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

"একটি বা দুইটি টেলিগ্রামের উপর নির্ভর করিয়া এফতার করা অনুচিত, ইহাতে একটি রোজা কাজা করিতে হইবে। অবশ্য যদি কতকগুলি সংবাদ প্রাপ্ত হয়, তবে জায়েজ হইতে পারে।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রামাণ সমূহে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, যদি দুইজন ধার্ম্মিক লোক অন্য কোন শহর হইতে শওয়ালের চাঁদ দেখিয়া কলিকাতা বা অন্য কোন শহরের কাজীর নিকট সাক্ষ্য দেন অথবা অন্য শহরের কাজী তাহাদের সাক্ষাতে উপযুক্ত দুইজন চাঁদ দেখিয়া সাক্ষী গ্রহণ করিয়া ঈদল-ফেতর করার আদেশ দিয়াছেন, এই সংবাদ তাহারা অন্য শহরের কাজীর নিকট পেশ করেন অথবা অন্য শহরের বহু লোক এই শহরে আসিয়া সংবাদ দেন যে, তথাকার লোক শওয়ালের চাঁদ দেখিয়া রোজা এফতার করিয়া ঈদ পড়িতেছেন, কিম্বা উক্ত শহর হইতে শাওয়ালের চাঁদ সংক্রান্ত বহু পত্র বা টেলিগ্রাম অন্যান্য শহরে পৌঁছিয়া থাকে, তবে রোজা এফতার করিয়া ঈদ করা যাইতে পারে। আর যদি একটি বা দুইটি টেলিগ্রামে বা দুই একখানি পত্রে কিম্বা দুই একজন লোকের মৌখিক সংবাদে কেহ রোজা এফতার করে ও ঈদ পড়ে, তবে সে ব্যক্তি গোনাহগার হইবে।

# তৃতীয় মসলা

**পঞ্জিকা দেখিয়া রোজা রাখা ও ঈদ করা জায়েজ হইবে কি না ?**

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

**ছহিহ মোসলেমে আছে ঃ—**

قال النبی صلعم صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ فان اغمی علیکم فاکملوا العدۃ *

হজরত নবি ( ছাঃ ) বলিয়াছেন, তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখিয়া এফতার কর, যদি তোমাদের উপর মেঘ অন্তরাল হইয়া দাঁড়ায়, তবে ত্রিশ পূর্ণ কর।”

**ছহিহ বোখারিতে আছে ঃ—**

قال صلعم الشهر تسع و عشرون لیلۃ فلا تصوموا حتی تروہ فان غم علیکم فاکملوا العدۃ ثلثین *

“হজরত ( ছাঃ ) বলিয়াছেন, ( শা’বানের ) মাস ২৯ রাত্রিও হইয়া থাকে যতক্ষণ না তোমরা উক্ত ( রমজানের ) চাঁদ দেখ, ততক্ষণ তোমরা রোজা রাখিও না।

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, চাঁদ দেখিয়াই রোজা রাখিতে ও এফতার করিতে হইবে, ২৯ দিবস পরে চাঁদ দেখিতে না পাইলে, ৩০ পূর্ণ করিতে হইবে। পঞ্জিকার কথার উপর নির্ভর করিলে, উক্ত হাদিসদ্বয়ের খেলাফ করিতে হয়। হাদিসের বিরুদ্ধে জোতিষতত্ত্ববিদগণের কথা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না।

দোর্রোল-মোখতার গ্রন্থে আছে :—

لا عبرة بقول الموقتين و لو عدولا على المذهب *

" জ্যোতিষতত্ত্ববিদ্গণ ন্যায়পরায়ণ হইলেও ( হানাফি ) মজাহাবের ( ফতওয়া গ্রাহ্যমতে ) তাহাদের মত গ্রহণীয় হইতে পারে না। "

পাঠক, অনেক সময় পঞ্জিকায় শা'বান, রমজান কিম্বা জিলকা'দের চাঁদ ত্রিশে হইবে বলিয়া লিখিত থাকে কিন্তু ২৯শে হইয়াও পড়ে, ইহাতে বিবেক সাক্ষ্য প্রদান করে যে, পঞ্জিকার হিসাব সর্ব্বোত ভাবে নির্ভূল হইতে পারে না।

মূল কথা এই যে, চাঁদ না দেখিয়া কেবল পঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া রোজা নষ্ট করিয়া ঈদ করিলে, মহা-গোনাহগার হইবে।



## চতুর্থ মসলা

২৯শে রমজান দিবাগত রাত্রে শওয়ালের চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা হেতু চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইল না, কাজেই তৎপর দিবসকে ৩০শে রমজান ধরিয়া রোজা রাখা হইল, কয়েক দিবস পরে প্রমাণযোগ্য সংবাদে জানা গেল যে, অন্যান্য স্থানে ২৯শে দিবাগত শওয়ালের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার পরদিবস ঈদের নামাজ সম্পাদন হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে যাহারা অজ্ঞাতাবস্থায় ঈদের দিবস রোজা রাখিয়াছিলেন, তাহারা গোনাহগার হইবে কিনা ?

### ঃঃ উত্তর ঃঃ

**ছহিহ মোছলেমে আছে ঃ—**

"হজরত মোয়াবিয়া ( রাঃ ) ও শামবাসিগণ শুক্রবারের রাত্রে চাঁদ দেখিয়া এক দিবস অগ্রে রোজা রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মদিনাবাসিগণ শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখিয়াছিলেন। হজরত এবনে আব্বাস ( রাঃ) এই সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা যদি ২৯শে দিবাগত চাঁদ দেখিতে পাই, তবে এফতার করিব। আর যদি চাঁদ দেখিতে না পাই, তবে ৩০ পূর্ণ করিব। ইহাই হজরত নবি ( ছাঃ ) এর হুকুম।

**আরও ছহিহ তেরমেজিতে আছে ঃ—**

قال صلعم صوموا لرؤية وا فطروا لرو ية فان حالت درنه غيابة فاكملوا ثلثين يوما *

"হজরত ( ছাঃ ) বলিয়াছেন, তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখিয়া এফতার কর, যদি চাঁদ মেঘের অন্তরালে থাকে, তবে তোমরা ৩০ পূর্ণ কর।

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা হেতু কোন কোন স্থানে চন্দ্র দৃষ্টি গোচর না হইলে, তথাকার লোক ঈদের দিবস রোজা করিবে, ইহাতে কোন গোনাহ হইবে না।

## পঞ্চম মসলা

২৯শে শা'বান দিবাগত সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা হেতু চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইল না। এক্ষেত্রে ৩০শে শা'বান কোন প্রকার রোজা রাখা যায় কিনা ?

## :: উত্তর ::

পাঠক, ৩০শে শা'বানকে সন্দেহের দিবস বলা হইয়া থাকে। যদি ৩০শে রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে চন্দ্র উদয় হওয়ার বিশেষ সন্দেহমূলক ধারণা লোকের হইয়া থাকে, আর যদি আকাশে মেঘ না থাকে, তবে একমাসের অধিক দূরদেশে চন্দ্র দৃষ্টি গোচর হওয়ার সন্দেহমূলক ধারণা লোকের হইয়া থাকে, এই জন্য ৩০শে শা'বানকে সন্দেহের দিবস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

দোর্রোল-মোখতারে আছে ঃ—

و لا يصام يوم الشك هو الثلثين عن شعبان و ان لم يكن علة ا لا نفلا و يكره غيره *

"সন্দেহের দিবস অর্থাৎ ৩০শে শা'বান (আকাশে মেঘ থাকুক) আর নাই থাকুক, নফল ব্যতীত রোজা রাখা যাইবে না। নফল ব্যতীত অন্য রোজা মকরুহ হইবে।" এইরূপ হেদায়া কেতাবেও আছে।

ইহার পরে গ্রন্থকার যে নফল রোজা মকরুহ হইবে না এবং যে অন্য রোজা মকরুহ হইবে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নোক্ত প্রকারে লিখিতেছেন ঃ—

لو صامه لواجب آخر كره تحريما و لو جزم ان يكون من رمضان كره تحريما *

"যদি উক্ত দিবস অন্য ওয়াজেব রোজা করে, তবে মকরুহ তাহরিমি হইবে। আর যদি দৃঢ়রূপে রমজানের নিয়ত করে, তবে উহা মকরুহ তাহ্‌রিমি হইবে।"

و ليس بصائم لتردد يبن اصل النية بان نوي ان نصوم غدا ان كان رمضا و الا فلا يصوم *

"যদি এইরূপ নিয়ত করে যে, যদি রমজান হয়, তবে কল্য রোজা রাখিব, আর যদি রমজান না হয়, তবে রোজা রাখিব না, এক্ষেত্রে মূল নিয়তে ইতস্ততঃ করায় সে ব্যক্তির রোজাই হইবে না।"

ويصير صائما مع الكراهة لو تردد فى وصفها بان نوي ان كان رمضان فعله و الا فعن واجب اخر *

"যদি কেহ এইরূপ নিয়ত করে যে, যদি রমজান হয়, তবে (আমার রোজা) রমজানের রোজা হইবে, আর যদি রমজান না হয়, তবে (আমার রোজা) অন্য ওয়াজেব রোজা হইয়া যাইবে, এক্ষেত্রে এরূপ নিয়তে রোজা করা মকরুহ হইবে।"



و كذا يكره لو قال انا صائم ان كان من رمضان و الا فعن نفل *

"এইরূপ যদি কেহ বলে, রোজা রাখিলাম, যদি রমজান হয়, তবে উহা রমজান হইবে, আর যদি রমজান না হয়, তবে নফল রোজা হইবে, এক্ষেত্রে এরূপ নিয়তে রোজা মকরুহ হইবে।

و التنفل فيه احب اي افضل اتفاقا ان و افق صوما يعتاده او صام من اخر شعبان ثلثة فاكثر و الا يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتي *

যদি কোন ব্যক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে রোজা করার

অভ্যাস থাকে, আর উক্ত দিবসে ৩০শে শা'বান হইয়া পড়ে কিম্বা যদি কোন ব্যক্তি শা'বানের শেষ মাসে তিনটি বা তদধিক রোজা রাখে, তবে সকলের মত উক্ত দুই প্রকার নফল রোজা উক্ত দিবসে করা উত্তম। আর যদি এই দুই প্রকার নফল না হয়, তবে কেবল খাস লোকেরা (উক্ত দিবসে বিশুদ্ধ নফল নিয়তে) রোজা রাখিতে পারেন এবং সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে সাধারণ লোকেরা এফতার করিবে, এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।"

হেদায়া গ্রন্থে আছে যে, মনোনীত মত এই যে, নিজে ফৎওয়া দাতা ব্যক্তি উক্ত দিবস রোজা রাখিবেন এবং সাধারণ লোককে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত (চাঁদের সংবাদের) অপেক্ষা করিয়া এফতার করিতে ফৎওয়া দিবেন।

## ষষ্ঠ মসলা

সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ হানাফি বিদ্বানেরা বলেন যে, এক মাস বা তদধিক দূরস্থিত পশ্চিম দেশে চন্দ্র এক দিবস অগ্রে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্বদেশবাসিদিগের উপর তাঁহাদের মতে উক্ত রোজাটির কাজা ওয়াজেব হইবে না; কিন্তু কি হিসাবে এক মাসের দূরত্ব পথ বুঝা যাইবে?

### ঃঃ উত্তর ঃঃ

তিন দিবসের পথ বিদেশে গমণ করার ইচ্ছা করিয়া বাটী হইতে রওয়ানা হইলে, তাহাকে মোছাফের ধরিতে হইবে। কেফায়া কেতাবে আছে, "বিদ্বানগণ তিন দিবসের পথ সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ৬৩ মাইল তিন দিবসের পথ হইবে, কেহ ৫৪ মাইলকে এবং কেহ কেহ ৪৫ মাইলকে তিন দিবসের

পথ ধরিয়াছেন। ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে ৫৪ মাইল তিন দিবসের পথ বলিয়া ধরিতে হইবে।

**কলিকাতা হইতে রেলের লাইন বা ষ্টিমারের লাইনের হিসাবে কতকগুলি শহরের দূরত্বের একটা তালিকা দেওয়া হইতেছে।**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গয়া | — ২৯২ মাইল | | বেনারস | — | ৪২৯ মাইল। |
| মুঙ্গের | — ২৯৬ মাইল | | এলাহাবাদ | — | ৫১৪ মাইল |
| দ্বারভাঙ্গা | — ৩৩৬ মাইল | | জৌনপুর | — | ৫৮৫ মাইল |
| মজফপরপুর | — ৩৫১ মাইল | | কানপুর | — | ৬৩৩ মাইল |
| বাঁকিপুর | — ৩৩৮ মাইল | | লক্ষ্ণৌ | — | ৬১৬ মাইল |
| গাজিপুর | — ৩৩৭ মাইল | | আগ্রা | — | ৭৯১ মাইল |
| বিহার | — ৩৮২ মাইল | | শাহজাহানপুর | — | ৭১৮ মাইল |
| পাটনা | — ৩৩৮ মাইল | | বেরিলি | — | ৭৬২ মাইল |
| আরা | — ৩৬৪ মাইল | | রামপুর | — | ৮০১ মাইল |
| মোরাদাবাদ | — ৮১৮ মাইল | | লাহোর | — | ১২১৩ মাইল |
| দেওবন্দ | — ৮২৫ মাইল | | মুলতান | — | ১৩৫৭ মাইল |
| সাহারানপুর | — ৯৩৮ মাইল | | পেশোয়ার | — | ১৪৯১ মাইল |
| মিরাট | — ৯১৮ মাইল | | হায়দারাবাদ সিন্দ | | |
| দিল্লী | — ৯০৩ মাইল | | ( আগ্রা দিয়া ) | — | ১৪৬১ মাইল |
| আজমীর | — ১০২৪ মাইল | | করাচী (আগ্রা দিয়া) | — | ১৫৭১মাইল |
| শিমলা | — ১১২৬ মাইল | | বোম্বাই ( নাগপুর দিয়া) | - | ১২২৩ মাইল |
| আলিগড় | — ৮২৫ মাইল | | রেঙ্গুণ | — | ৬৮ মাইল |
| ভূপাল | — ৯২৭ মাইল | | ঢাকা | — | ২৫৬ মাইল |
| হায়দারবাদ | — ১১৩৪ মাইল | | বরিশাল | — | ২১৩ মাইল |
| মাদ্রাজ | — ১০৩২ মাইল | | নোয়াখালী | — | ২৯২ মাইল |
| অমৃতসর | — ১১৪১ মাইল | | চট্টগ্রাম | — | ৩৪২ মাইল |

পাঠক, উপরে যে শহরগুলির দূরত্বের তালিকা দেওয়া হইল, উহা রেল ও ষ্টিমার লাইনের হিসাব দেওয়া হইল, আর ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে যে, রেল ষ্টিমারের লাইন ঠিক সোজা নহে, কিন্তু চাঁদ দেখার হিসাবে যে পথের দূরত্ব ঠিক করিতে হইবে, তাহা ঠিক সোজাসুজি ভাবে হওয়া চাই, কাজেই এই স্থলে উপরোক্ত শহর গুলির সোজাসুজি ভাবে দূরত্ব কি, তাহারও একটি তালিকা

প্রদর্শন করা হইতেছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভাগলপুর | — ১৯৫ মাইল | বেনারস | — ৩৯১ মাইল |
| মুঙ্গের | — ২১৯ মাইল | জৌনপুর | — ৪২৫ মাইল |
| গয়া | — ২৬৮ মাইল | এলাহাবাদ | — ৪৬০ মাইল |
| পাটনা | — ২৭২ মাইল | কানপুর | — ৫৭৫ মাইল |
| দ্বারভাঙ্গা | — ২৮৭ মাইল | লক্ষ্ণৌ | — ৫৬৩ মাইল |
| বাঁকিপুর | — ২৯৫ মাইল | ভূপাল | — ৫৪৬ মাইল |
| মজাফফরপুর | — ২৯৯ মাইল | শাহাজাহানপুর | — ৬৪৪ মাইল |
| গাজিপুর | — ৩৭২ মাইল | বেরিলি | — ৬৭৮ মাইল |
| আগ্রা | — ৭২৪ মাইল | পেশোয়ার | — ১২৮৮ মাইল |
| আলিগড় | — ৭৩৫ মাইল | করাচী | — ১৩৩৫ মাইল |
| মিরাট | — ৭৯০ মাইল | কাবুল | — ১৪১৪ মাইল |
| মোরাদাবাদ | — ৭৪৭ মাইল | আদন | — ২৭৭৫ মাইল |
| হায়দারাবাদ | — ৭৪৭ মাইল | জিদ্দা | — ৩০৯৪ মাইল |
| দিল্লী | — ৮১৬ মাইল | মক্কাশরীফ | — ৩০০৩ মাইল |
| দেওবন্দ | — ৮২৪ মাইল | মদিনাশরীফ | — ৩০৪৮ মাইল |
| রামপুর | — ৮৩৬ মাইল | বাসরা | — ২৫২৫ মাইল |
| শাহারাণপুর | — ৮৩৬ মাইল | কাইরো | — ৩৫৪৯ মাইল |
| মাদ্রাজ | — ৮৫১ মাইল | কনষ্টান্টিনোপল | — ৩৫৪৯ মাইল |
| আজমীর | — ৯০২ মাইল | রেঙ্গুণ | — ৬৮০ মাইল |
| শিমলা | — ৯২০ মাইল | চট্টগ্রাম | — ২১৫ মাইল |
| অমৃতসর | — ১০৩৫ মাইল | নোয়াখালী | — ১৬১ মাইল |
| বোম্বাই | — ১০৩৫ মাইল | বরিশাল | — ১০০ মাইল |
| লাহোর | — ১০৫৮ মাইল | ঢাকা | — ১৪২ মাইল |

হায়াদারাবাদ সিন্দ — ১২৫৬ মাইল, করাচী হইতে আদন — ১৪৮০ মাইল।
বোম্বাই হইতে আদন — ১৬৬৪ মাইল

**আদন হইতে জিদ্দা উত্তর দিকে, অথচ ঈষৎ পশ্চিম দিকে ৮১৯ মাঃ**

**জিদ্দা হইতে মক্কা শরীফ পূর্ব্ব দিকে ৯১ মাইল।**

**মক্কা হইতে মদিনা শরীফ উত্তর দিকে ২২৭ মাইল।**

**মদিনা শরীফ হইতে বায়তুল মোকাদ্দেছ উত্তর দিকে ৫৬৮ মাইল।**

**মদিনা শরীফ হইতে দামেস্ক উত্তর দিকে অথচ ঈষৎ পূর্ব্বদিকে ৬৮১ মাইল**

মদিনা শরীফ হইতে বাগদাদ উত্তর পূর্ব্ব কোণে ৬৩৭ মাইল।

মদিনা শরীফ হইতে কনষ্টান্টিনোপল উত্তর দিকে ১৩৬৫ মাইল।

মদিনা শরীফ হইতে মিশরের কাইরো শহর উত্তর-পশ্চিম কোণে ৬৮২ মাইল।

পাঠক, শরিয়তের হিসাব মতে ১৮ মাইল এক দিবসের পথ। এক্ষেত্রে ৬৪০ মাইল এক মাসের পথ হয়। কলিকাতা হইতে ৫৪০ মাইল বা তদধিক দূরত্ব পশ্চিম দেশ হইতে চাঁদ দেখার সংবাদ পাইলে সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ হানাফী বিদ্বানগণের মতে কলিকাতাবাসিগণ একটি রোজা কাজা করিতে বাধ্য নহেন, অবশ্য এক মাসের কম পথ হইলে তাঁহারা একটি রোজা করিবেন।

উপরোক্ত বিবরণে আপনারা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ভাগলপুর, মুঙ্গের গয়া, দ্বারভাঙ্গ, বাকিপুর, মজাফফরপুর, গাজিপুর বেনারস, জৌনপুর ও এলাহাবাদ অবধি একমাসের কম পথ। কানপুর, লক্ষ্ণৌ, শাজাহানপুর, বেরিলি, আগ্রা, আলিগড়, মিরাট, মুরাদাবাদ, হায়দারাবাদ, দিল্লী, দেওবন্দ, রামপুর, শাহারাণপুর, মাদ্রাজ, আজমীর, বোম্বাই, লাহোর ইত্যাদি এক মাসের অধিক পথ। আরও কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণ এক মাসের অধিক পথ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এক মাসের কম পথ। বোম্বাই হইতে আদন, জিদ্দা ও মক্কা শরীফ এক মাসের অধিক পথ। মক্কা শরীফ হইতে মদিনা শরীফ এক মাসের পথ। মদিনা শরীফ হইতে বয়তুলমোকাদ্দছ, বাগদাদ, দামেস্ক, কনষ্টান্টিনোপল ও মিসর এক মাসের অধিক পথ।

মূলকথা, এক মাসের বা তদধিক পথে এত বিলম্বে সূর্য্যে অস্তমিত হয়, যে, তথায় চন্দ্র উদয় হওয়ার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হওয়ায় তথাকার লোক চন্দ্র দেখিতে পান, কিন্তু কলিকাতাবাসিদিগের পক্ষে পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ ভাব প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না।

এস্থলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার অবস্থা শুনুন।

কলিকাতা বাসিগণ যে সময় সূর্য্য অস্তমিত হইতে দেখেন, তাহার ১৪ মিনিট পূর্ব্বে চট্টগ্রামে, ৩১ মিনিট ৮ সেকেণ্ড পূর্ব্বে রেঙ্গুণের মণ্ডালেতে ৮মিনিট ২০ সেকেণ্ড পূর্ব্বে ময়মনসিংহ ও ঢাকায়, ১১ মিনিট ২০সেকেণ্ড পূর্ব্বে কুমিল্লায়, ৩ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড পূর্ব্বে গৌহাটিতে, ৮ মিনিট ৪ সেকেণ্ড পূর্ব্বে বরিশালে, ৯মিঃ ১২ সেকেণ্ড পূর্ব্বে গোয়ালপাড়ায় এবং শ্রীহট্টে ১৪মিঃ ৮সেঃ পূর্ব্বে সূর্য্য অস্তমিত হয়।

আরও কলিকাতায় যে সময় সূর্য্য অস্তমিত হয়, তাহার ৫ মিঃ ৩২ সেকেণ্ড পরে ভাগলপুরে ৯মিঃ ৫২সেঃ পরে দ্বারভাঙ্গায়, ১১মিঃ ৫২ সেঃ পরে মুজাফফরপুরে, ১২ মিঃ ৫২সেঃ পরে বাকিপুরে, ১৪/৪০সেঃ পরে আরায়, ১৬/২৮ সেঃ পরে গয়ায়, ১১/২৪ সেঃ পরে বিহার, ১২/৩৬ সেঃ পরে পাটনায়, ১৯/১৫ সেঃ পরে গাজিপুরে ২১/২০সেঃ পরে বেনারস, ২৬/৬ সেঃ পরে জৌনপুরে ও এলাহাবাদে ২৬/৪ সেঃ পরে সূর্য্য অস্তমিত হয়।

আরও ২৯/১৪ সেঃ পরে লক্ষ্ণৌতে, ৩২/৩৬ সেঃ পরে মাদ্রাজে, ৪১/২৪ সেঃ পরে আগ্রায়, ৪৬।২৮সেঃ পরে দিল্লীতে, ৪৪/৪৮ সেঃ পরে ভূপালে, ৫৮/৫৬ সেঃ পরে অমৃতসরে, ৫৬/৫৮ সেঃ পরে লাহোরে, ৩৯/৩৬সেঃ পরে হায়দারাবাদে, ১ ঘন্টা ৭ মিনিট ২৮ সেকেণ্ড পরে পেশোয়ারে, ১ ঘন্টা ২ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড পরে বোম্বাইতে, ১ ঘন্টা ২৬ মিনিট ৬ সেকেণ্ড পরে করাচিতে, এবং ১ ঘন্টা ২০ মিনিট ৫৪ সেকেণ্ড পরে হায়দারাবাদ সিন্দে সূর্য্য অস্তমিত হয়।

আরও ২ ঘন্টা ৫৩ মিনিট পরে, আদানে, ৩ ঘন্টা ৪৪ মিনিট পরে পোর্টসাইডে, ৩ ঘন্টা ৫৮ মিনিট পরে কনষ্টান্টিনোপলে, বা কুস্তুনতুনিয়ায় ৫ ঘন্টা ৮ মিনিট পরে জারমানের বারলিনে, ৫ ঘন্টা ৪৪ মিনিট পরে ফ্রাঞ্চের প্যারিসে ৫ ঘন্টা ৫৩ মিনিট পরে

লণ্ডনে, ৬ ঘন্টা ৮ মিনিট পরে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গে, ১০ ঘন্টা ৩৯ মিনিট পরে উত্তর আমেরিকার নিউইয়ার্কে, ১০ঘঃ ৩৫ মিঃ পরে উত্তর আমেরিকার বোষ্টনে, ৬ ঘন্টা ৫৭ মিনিট পরে ইটালির রোমে, ৬ ঘন্টা ৫৭ মিনিট পরে মাল্‌টাদ্বীপে, ৬ ঘন্টা ৪৯ মিঃ পরে মরিসস দ্বীপে সূর্য্য অস্তমিত হয়।

আরও কলিকাতার ১ ঘন্টা ২ মিনিট পূর্ব্বে সিঙ্গপুরে, এক ঘন্টা ৪৪ মিনিট পূর্বে হংকং শহরে ৩ ঘন্টা ৭ মিনিট পূর্ব্বে জাপানে ৪ ঘন্টা ৭ মিনিট পূর্বে অষ্ট্রোলিয়ার সিডিনী ও মেলবর্ণ শহরে এবং ৫ ঘন্টা ৫৩ মিনিট পূর্বে জিবরালটরে সূর্য্য অস্তমিত হয়।

উপরোক্ত বিবরণে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এক মাসের দুরত্বে পশ্চিম দেশে প্রায় ২৮ মিনিট পরে সূর্য্য অস্তমিত হয়।

## সপ্তম মসলা

### ঃঃ প্রশ্ন ঃঃ

যদি ৩০শে শা'বান কিম্বা রমজানের দিবাভাগে নবচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তবে উক্ত চন্দ্র বিগত রাত্রির হইবে কিম্বা আগামী রাত্রির হইবে? যদি কেহ রমজানের ত্রিশে দিবাভাগে শওয়ালের চন্দ্র দেখিয়া রোজা ভঙ্গ করে, তবে কাজা করিতে হইবে, কি কাফফারা দিতে হইবে।

### ঃঃ উত্তর ঃঃ

দোর্রোল-মোখতারের প্রথম খণ্ড ৮৭ পৃষ্ঠা ঃ—

و لو رؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا على المذهب ذكره الحدادي *

"দিবসে নূতন চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইলে, প্রত্যেক অবস্থায় মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে উহা আগামী রাত্রের চন্দ্র বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে, ইহা (এমাম) হাদ্দাদি বর্ণনা করিয়াছেন।"

**আরকানে আরবায়া ২য় খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা :—**

و ان رأى الهلال فى نهار ثلاثين و لم يره قبله فالهلال لليلة الآتية ويتموا صوم اليوم الذى رؤى فيه الهلال سواء رأى قبل الزوال ام بعده *

যদি ৩০শে রমজানের দিবাভাগে নূতন চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয়, সূর্য্য মধ্য আকাশ হইতে গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে হউক কিম্বা পরে হউক, অথচ ইহার পূর্ব্বে উহা দৃষ্টিগোচর না হইয়া থাকে, তবে উক্ত নবচন্দ্র আগামী রাত্রের চন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

**বাহারোর-রায়েক ২য় খণ্ড ২৬৪ পৃষ্ঠা :—**

و انما الخلاف فى رؤيته قبل الزوال يوم الثلاثين فعند ابي حنيفة و محمد هو للمستقبلة و عند ابي يوسف هو للماضية و المختار قولهما *

"যদি ৩০শে রমজানের দিবাভাগে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার অগ্রে নবচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তবে (এমাম) আবুহানিফা (রঃ) ও (এমাম) মোহাম্মদের (রঃ) মতানুযায়ী উহা আগামী রাত্রের চন্দ্র

বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে। ( এমাম ) আবু ইউছুফের ( রঃ ) মতানুযায়ী উহা বিগত রাত্রের চন্দ্র বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে। ( এমাম ) আবু হানিফা ও ( এমাম ) মোহাম্মদের মতটি মনোনীত ( ফৎওয়া গ্রাহ্য) মত। ”

শামি, ২য় খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা :—

( و رؤيته بالنهار لليلة الابية مطلقا ) اى سواء رؤى قبل الزوال او بعده وقوله على المذهب اى الذى هو قول ابى حنيفة و محمد قال فى البدائع فلا يكون ذالك اليوم من رمضان عند هما و قال ابويوسف ان كان بعد الزوال فكذا لك و ان كان قبلة فهو لليلة الماضية ويكون اليوم من رمضان و على هذا الخلاف هلال شوال فعند هما يكون للمستقبلة و يكون اليوم من رمضان وعنده لوقبل الزوال يكون للماضية ويكون اليوم يوم الفطر *

“ সূর্য্য মধ্য আকাশ হইতে গড়িয়া যাওয়ার অগ্রে হউক অথবা পরে হউক, ( ২৯শে শা’বানের ) দিবাভাগে নবচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইলে, ( এমাম ) আবুহানিফা ( রঃ ) ও ( এমাম ) মোহাম্মদের (রঃ) মতানুযায়ী উহা আগামী রাত্রের চন্দ্র বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে, এক্ষেত্রে উক্ত এমামদ্বয়ের মতানুসারে উক্ত দিবসটি রমজান বলিয়া গণ্য হইবে না। ( এমাম ) আবু ইউছুফ ( রঃ ) বলিয়াছেন, যদি সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে উহা দৃষ্টিগোচর হয়, তবে উহা আগামী রাত্রের চন্দ্র বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত দিবসটি রমজান বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে না। আর যদি সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে উহা দৃষ্টিগোচর হয়, তবে উহা বিগত রাত্রের চন্দ্র বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত দিবসটি রমজান বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে, এইরূপ ৩০শে

রমজানের দিবাভাগে নবচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইলে, উক্ত এমামদ্বয়ের মতানুযায়ী প্রত্যেক অবস্থায় উহা আগামী রাত্রের চন্দ্র বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে এবং এ দিবসটি রমজান বলিয়া গণ্য হইবে। (এমাম) আবু ইউছুফের মতানুসারে উহা সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইলে, বিগত রাত্রের চন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উক্ত দিবস ঈদের দিবস বলিয়া গণ্য হইবে। তৎপরে উক্ত এমামদ্বয়ের মতকে হাদিস দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। ইহা বাদায়ে' কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

**আরও শামি, ২য় খণ্ড ১৫৩ পৃষ্ঠা :—**

و قد صرحت ائمة المذاهب الاربعة بان الصحيح انه لا عبرة برؤية الهلال نهارا المعتبر رؤيته ليلا *

"চারি মজহাবের এমামগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সহিহ মত এই যে, দিবসে নবচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইলে, উহা ধর্ত্তব্য হইবে না, অবশ্য রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হইলে, ধর্ত্তব্য হইবে।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, ৩০শে রমজানের বৈকালে নবচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইলে, উহা আগামী রাত্রের চন্দ্র বলিয়া ধরিতে হইবে এবং উক্ত দিবস রমজানের দিবস বলিয়া ধার্য্য হইবে, উক্ত দিবসে সন্ধ্যার অগ্রে এফতার করা হারাম ও মহা গোনাহ, ইহাতে চারি মজহাবের এমামগণের মতভেদ নাই।

**ফৎহোল-কদির, প্রথম খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা :—**

(الا في نهار الثلاثين من رمضان) في ان لا تجب عليه كفارة وان رأه لخلاصة *

"যদি কেহ ৩০শে রমজানের দিবাভাগে (শওয়ালের) চাঁদ দেখিয়া স্বেচ্ছায় এফতার করে, তবে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে উহা দেখিলেও কাফফারা ওয়াজেব হইবে না, (বরং কাজা ওয়াজেব হইবে,) ইহা খোলছা গ্রন্থে আছে।"

# অষ্ঠম মসলা

রুকুর তছবিহ কি পড়িতে হইবে ?

ঃঃ উত্তর ঃঃ

স্তাম্বুলের ছাপা শামি গ্রন্থের ৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—

السنة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا اذا كان لا يحسن الظاء فيبدل به الكريم لئلا يجرى على لسانه العظيم فتفسد به الصلوة كذا في شرح درر البحار فيلحفظ فان العامة عنه غافلون حيث ياتون بدل الظاء بزاى مفخمة *

"রুকুর তছ্‌বিহের জন্য سبحان ربي العظيم ছোবহানা

ظ

রাব্বিয়াল আজিম" (জোয় অক্ষর দ্বারা) পাঠ করা ছুন্নত, কিন্তু যদি কেহ জোয় অক্ষরের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না পারে, তবে

উহার পরিবর্ত্তে ছোবহানা " রাব্বিয়াল কারিম " পড়িবে, যেন তাহার মুখে ( জে অক্ষর দ্বারা ) العزيم আ'জিম বাহির হইয়া না পড়ে, কেননা ইহাতে নামাজ ফাসেদ ( নষ্ট ) হইয়া যাইবে, এইরূপ দোরারোল বেহার গ্রন্থের টীকায় আছে। ( এই মসলাটি ) স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য কেননা সাধারণ লোকেরা অজ্ঞাতাবস্থায় (উক্তস্থলে) জোয় অক্ষরের পরিবর্ত্তে জে অক্ষর উচ্চারণ করিয়া থাকে। "

পাঠক, আজি'ম العظيم পড়িতে আরবি ظ জোয় অক্ষর উচ্চারণ করিতে হয়, কিন্তু জোয় অক্ষরের সুর প্রকাশ করিতে বাংলা বর্ণমালার মধ্যে কোন উপযুক্ত অক্ষর নাই বর্গীয় 'জ' কিম্বা অন্তস্থ 'য' দ্বারা উহার ঠিক সুর প্রকাশ করা যায় না। জোয় অক্ষর দ্বারা উচ্চারিত আজি'ম শব্দের অর্থ মহান। এক্ষেত্রে রুকুর তছ্বিহের এইরূপ মর্ম্মে হইবে, "আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা প্রকাশ ( তছ্বিহ পাঠ করিতেছি )।"

আর জে অক্ষর দ্বারা উচ্চারিত العزيم আজিম শব্দের অর্থ মোন্তাহাল আরব নামক অভিধানে পরম শত্রু বলিয়া লিখিত আছে, যদি কেহ ' জে ' অক্ষর বা বর্গী ' জ ' দ্বারা আজিম পাঠ করে তবে রুকুর তছ্বিহের এইরূপ বিকৃত মর্ম্ম হইবে ঃ—

"আমি আমার পরম শত্রু প্রভুর তছ্বিহ পড়িতেছি। ইহাতে খোদাতায়ালাকে পরম শত্রু বলা হইল। এই জন্য ফাতাওয়ায় শামিতে উহাতে নামাজ বাতীল হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে। মূল কথা এই যে, যদি রুকুতে ' জোয় ' অক্ষর দ্বারা আজি'ম পড়া অসম্ভব হয়, তবে তৎপরিবর্ত্তে ' কারিম ' শব্দ পড়িবে।

# নবম মসলা

**কি পরিমাণ ধান্য কিম্বা চাউল দিলে, ফেৎরা আদায় হইবে ?**

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

দোর্রোল মোখতার গ্রন্থে আছে ঃ—

نصف صاع من بر او دقيقه وسويقه او زبيب وجعلاه كالتمر وهو رواية عن الامام وصححها البهنسى وغيره وفى الحقائق والشرنبلالية عن البرهان وبه يفتى او صاع من تمر او شعير ولو رديئا وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة *



"(ছদকায় ফেৎরা) অর্দ্ধ ছা'আ গম কিম্বা ময়দা কিম্বা গমের ছাতু অথবা কিশমিশ দিতে হইবে। এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ) কিশমিশকে খোর্ম্মার তুল্য স্থির করিয়াছেন। ইহাও এমাম আজমের এক রেওয়াএত। বহনছি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ এই মতটি ছহিহ স্থির করিয়াছেন। হাকায়েক গ্রন্থে আছে এবং বোরহান হইতে শারাম্বালালিয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। আরও (ফেৎরা) এক ছা'আ খোর্ম্মা কিম্বা যব উহা মন্দ হইলেও দেওয়া যাইতে পারে। আর যে কোন বস্তুর দ্বারা ফেৎরা দেওয়া সম্বন্ধে হাদিসে কোন স্পষ্ট ব্যবস্থা নাই, যথা— ভুট্টা ও রুটি (উহা ফেৎরা দিতে হইলে,) উল্লিখিত কোন বস্তুর মূল্য ধরিয়া দিতে হইবে।"

**শামি দ্বিতীয় খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা :—**

(وخبز) عدم جواز دفعه الا باعتبار القيمة و هو الصحيح لعدم و رود النص به فكان كالذرة و غيرها من الحبوب التى لم يرد بها نص *

"রুটী দিতে হইলে, (উল্লিখিত কোন বস্তুর) মূল্যের হিসাবে না দিলে, জায়েজ হইবে না, ইহাই ছহিহ মত। কেননা রুটী দ্বারা ফেৎরা দেওয়া সম্বন্ধে হাদিসে কোন ব্যবস্থা নাই। ইহার ব্যবস্থা ভূট্টা ও হাদিসে অনুল্লিখিত অন্যান্য শস্যের তুল্য হইবে।"

**আলমগিরি প্রথম খণ্ড ২০৩ পৃষ্ঠা :—**

و انما تجب صدقة الفطر من اربعة اشياء من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب كذا فى خزانة المفتيين و شرح الطحاوى و ما سواه من الحبوب لايجوز الا بالقيمة *

ছদকায় ফেৎরা চারি বস্তুতে ওয়াজেব হইবে যথা— গম, যব, খোর্ম্মা ও কিশমিশ, ইহা খাজানাতোল-মুফতিন ও তাহাবির টিকায় আছে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য শস্য দ্বারা ফেৎরা (উল্লিখিত কোন বস্তুর) মূল্য পরিমাণ না দিলে, জায়েজ হইবে না।"

**বাহরোর-রায়েক, দ্বিতীয় খণ্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা :—**

كالذرة و غيرها من الحبوب التى لم يرد بها النص *

"ঐরূপ ভূট্টা এবং হাদিসে অনুল্লিখিত অন্যান্য শস্যে দ্বারা ফেৎরা (উল্লিখিত কোন বস্তুর) মূল্য পরিমাণ দিতে হইবে।"

**তবইনোল হাকায়েক, প্রথম খণ্ড ৩০৯ পৃষ্ঠা :—**

و الخبز يعتبر فيه القدر عند بعضهم و هو ان يكون منوين لانه لما جاز من دقيقه نصف صاع فاولى ان يجوز خبز ذلك القدر لكونه انفع و الصحيح انه معتبر فيه القيمة و لا يراعى فيه القدر لانه لم يرد فيه الاثر صار كالذرة و غيرها من الحبوب التى لم يرد فيها الاثر *

কোন কোন বিদ্বানের মতে রুটী ওজনের হিসাবে অর্থাৎ দুই সের পরিমাণ দিতে হইবে, কেননা যখন অর্দ্ধ ছা'আ ময়দা জায়েজ হইল, তখন ঐ ওজনের ময়দার রুটীর জায়েজ হওয়া অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত, যেহেতু উহা সমধিক উপকারী।

ছহিহ মত এই যে হাদিস উল্লিখিত কোন বস্তুর মূল্য হিসাবে দিতে হইবে, ওজনের হিসাবে অর্থাৎ অর্দ্ধ ছা'আ হিসাবে দিলে হইবে না, কেননা এ সম্বন্ধে কোন হাদিস উর্ত্তীণ হয় নাই। কাজেই উহা ভুট্টা প্রভৃতি হাদিস অনুল্লিখিত অন্যান্য শস্যের তুল্য হইবে।

মূল মন্তব্য এই যে, গম ময়দা ফেৎরা দিতে হইলে, অর্দ্ধ ছা'আ দিতে হইবে, আমাদের দেশের সেরের হিসাবে অর্দ্ধ ছা'আ এক সের নয় ছটাক।

খোর্ম্মা, যব, কিশমিশ, ফেৎরা দিতে হইলে, এক ছা'আ দিতে হইবে, এক ছাআ' তিন সের অর্দ্ধ পোয়া হয়। ধান্য, চাউল, কলাই ইত্যাদি ফেৎরা দিতে হইলে, এক সের নয় ছটাক দিলে, জায়েজ হইবে না, বরং এক সের নয় ছটাক গম কিম্বা ময়দার যে মূল্য হয়, উক্ত মূল্যে যে পরিমাণ ধান্য, চাউল বা কলাই হয় তাহাই দিতে হইবে। সাধারণ মুছলমানি পঞ্জিকাতে অর্দ্ধ ছা'আ ধান্য বা চাউল ফেৎরা দেওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা সমস্ত হানাফি ফেক্‌হের কেতাবে বিপরীত মত লিখিত হইয়াছে, কাজেই উহা যে ভ্রমাত্মক মত, তাহাতে কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে না। পঞ্জিকা লেখকদিগকে এই মসলাটি সংশোধন

করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

আলমগিরি, প্রথম ভাগ ২০৩ পৃষ্ঠা :—

وذكر فى الفتاوى ان اداء القيمة افضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوى كذا فى الجواهر النيرة *

ফাতাওয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গম, যব, খোর্ম্মা ইত্যাদি হাদিসের উল্লিখিত বিষয় ফেৎরা দেওয়া অপেক্ষা তৎসমুদয়ের মূল্য ফেৎরা দেওয়া উত্তম। ইহার উপর ফৎওয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

এইরূপ জওয়াহেরে নাইয়েরা গ্রন্থে আছে।

## দশম মসলা

জুমার দিবস খোৎবার আজান দেওয়া কালে খতিব কিম্বা শ্রোতাগণ আজানের উত্তর দিতে পারেন কিনা ? কিম্বা আজানের পর অছিলার দোওয়া পড়িতে পারেন কিনা ?

### :: উত্তর ::

মিছরি ছাপা ছহিহ বোখারি প্রথম খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা :—

عن ابى امامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن ابى سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن قال

الله اكبر الله اكبر قال معاوية الله اكبر الله اكبر قال اشهد ان لااله الا الله فقال معاوية وانا فلما قال اشهد ان محمدا رسول الله فقال معاوية وانا فلما ان قضى التاذين قال يا ايها الناس انى سمعت رسول الله صلعم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم منى من مقالتى *

ছহলের পুত্র হোনায়ফের পৌত্র (হজরত) আবু ওমাম (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিয়াছি;— যে সময় আজানদাতা আজান দিয়া দুইবার আল্লাহো-আকবর বলিলেন, (হজরত) মোয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বরের উপর থাকিয়া দুইবার আল্লাহো-আকবর বলিলেন। আজানদাতা আশ্‌হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো বলিলেন, তদুত্তরে হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আমিও (উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি)। যে সময় আজানদাতা আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদার রছুলোল্লাহ বলিলেন, উক্ত হজরত বলিলেন, আমিও (উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি) যে সময় আজান শেষ করিলেন, উক্ত হজরত বলিলেন, হে লোক সকল, তোমরা আমার নিকট যে কথা শ্রবণ করিলে, নিশ্চয় আমি আজানদাতা যে সময় আজান দিয়াছিল, এই বৈঠকে (হজরত) রছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে উহা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।"

**আল্লামা আয়নি হানাফি ছহিহ বোখারির টীকা তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন :—**

و فيه اجابة الخطيب للمؤذن و هو على المنبر *

উক্ত হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, খতিবকে মিম্বারে বসিয়া আজান দাতার উত্তর দেওয়া জায়েজ।

**হেদায়ার টিকা কেফায়া, প্রথম খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা :—**

اذا خرج الامام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والسلام والمراد من الصلوة صلوة التطوع و اما الفائتة فيجوز وقت الخطبة من غير كراهة ثم اختلف المشائخ على قول ابى حنيفة رحمة الله قال بعضهم انما يكره الكلام الذى هو من كلام الناس اما التسبيح واشباهه فلا وقال بعضهم كل ذلك مكروه والاول اصح كذا فى مبسوط شيخ الاسلام رحمة الله تعالى عليه و قال فى العيون المراد من الكلام اجابة المؤذن واما غيره من الكلام يكره اتفاقا *

"এমাম যে সময় জুমার দিবস (হোজ্‌রা) হইতে বাহির হন, তখন লোক নামাজ ও কথা ত্যাগ করিবে। এস্থলে নামাজের মর্ম্ম নফল নামাজ, কিন্তু কাজা ফরজ নামাজ খোৎবার সময় বিনা মকরুহ জায়েজ হইবে। তৎপরে প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ (এমাম) আবু হানিফার মত সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, কতক বিদ্বান (তাঁহার মতের ব্যাখ্যায়) বলিয়াছেন, মনুষ্যের কথাই মকরুহ, কিন্তু তছবিহ ও তত্তুল্য বিষয় মকরুহ হইবে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সকল প্রকার কথা মকরুহ। প্রথম মতটি অধিকতর ছহিহ, এইরূপ শায়খোল ইছলামের মবছুত গ্রন্থে আছে। ওই'উন গ্রন্থে আছে, আজানদাতার (আজানের) উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে এই মতভেদ ঘটিয়াছে, এতদ্ভিন্ন অন্য কথা সকলের মতে মকরুহ।"

দোর্‌রোল মোখতার আছে :—

واذا خرج الامام من الحجرة ان كان و الا فقيامه للصعود شرح المجمع فلا صلوة ولاكلام الى تمامها خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها و بين الوقتية فانها لا تكره سراج وغيره ضرورة صحة الجمعة والالا *

যে সময় এমাম হোজ্‌রা হইতে বহির্গত হন কিম্বা হোজ্‌রা অভাবে মিম্বরে উঠিবার জন্য দণ্ডায়মাণ হন, উক্ত খোৎবা শেষ হওয়া অবধি নামাজ ও কথা নিষিদ্ধ, ইহা মজমায়ের টীকায় আছে। অবশ্য যদি এরূপ ফরজ কাজা থাকে যে, উহার ও ওক্তিয়ার মধ্যে তরতিব ভঙ্গ ( ছাকেত ) না হইয়া থাকে, তবে উহা মকরুহ হইবে না। কেননা এরূপ কাজা না পড়িলে, জুমা ছহিহ হইতে পারে না, ইহা সরাজ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। আর যদি এরূপ কাজা থাকে যে, উহার তরতিব ছাকেত হইয়া থাকে, তবে উহা মকরুহ হইবে।

দোর্‌রোল মোখতারে টীকা তাহতাবী, প্রথম খণ্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠায় :—

فلا صلوة اى جائزة بل حرام او مكروه كراهة تحريم على الخلاف ابو السعود عن الحموى ولا كلام اى من جنس كلام الناس اما التسبيح و نحوه فلا يكره وهو الاصح فى النهاية والعناية ومحل الخلاف قبل الشروع اما بعده فالكلام مكروه تحريما باقسامه كما فى البدائع قال فى البحر و النهر *

( এমাম যে সময় বাহির হন ), তখন নামাজ জায়েজ নহে, বরং কাহারও মতে হারাম, কাহারও মতে মকরুহ তহরিমি, আবু ছউদ ( ইহা ) হামাবি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মনুষ্যের কথা জায়েজ নহে, কিন্তু তছবিহ ও তত্তুল্য বিষয় মকরুহ হইবে না। ইহা অধিকতর ছহিহ, ইহা নেহায়া ও এনায়া কেতাবে আছে। খোৎবা আরম্ভ করার পূর্ব্বে মকরুহ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে কিন্তু উহার পরে সমস্ত প্রকার কথা মকরুহ তহরিমি, এইরূপ বাদায়ে কেতাবে আছে। বাহারোর্‌রায়েক ও নহরোল ফাএক প্রণেতা উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**শামি প্রথম খণ্ড, ৮৫৭ পৃষ্ঠা :—**

ولا كلام اى من من جنس كلام الناس اما التسبيح
و نحوه فلا يكره و هو الاصح كما فى النهاية و العناية *

"মনুষ্যের কথাই (উক্ত সময়) নিষিদ্ধ, কিন্তু তছবিহ ও তত্তুল্য বিষয় মকরুহ হইবে না, ইহাই অধিকতর ছহিহ, এইরূপ নেহায়া ও এনায়া কেতাবে আছে।

**বাহারোর রায়েক, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠায় :—**

و فى النهاية اختلف المشائخ على قول ابى حنيفة
قال بعضهم انما يكره ما كان من كلام الناس اما التسبيح
و نحوه فلا وقال بعضهم كل ذلك مكروه والاول اصح اه وكذا
فى العناية يجب ان يكون محل الاختلاف قبل شروعه فى
الخطبة و اما وقت الخطبة فالكلام مكروه تحريما *

নেহায়া গ্রন্থে আছে, প্রাচীন বিদ্বাণগণ (এমাম) আবু হানিফার মত সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, কতক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, কেবল মনুষ্যের কথাই মকরুহ হইবে, কিন্তু তছবিহ ও তত্তুল্য বিষয় মকরুহ হইবে না। কতক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, সমস্তই মকরুহ। প্রথম মতটি অধিকতর ছহিহ। এইরূপ এনায়া কেতাবে আছে। খোৎবা আরম্ভ করার অগ্রে কথা বলা মকরুহ হওয়া ও না হওয়াতে মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু খোৎবার সময় কথা বলা মকরুহ তহরিমি।

**দোর্রোল মোখতারে আছে :—**

قال وينبغى ان لا يجيب بلسانه اتفاقا فى الاذان بين يدى الخطيب *

"নহরোল ফাএক প্রণেতা বলিয়াছেন, সকলের মতে খতিবের সম্মুখীন আজানের মৌখিক উত্তর (জওয়াব দেওয়া) অনুচিত।"

তাহতাবি উক্ত গ্রন্থের টীকায় (১১৮/১১৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন :—

مراعة لقول الامام بكراهة الكلام مطلقا اذ صعدالخطيب المنبر ولكن سيأتي فى الجمعة ان الاصح جواز الاذكار عندة قبل شروعه فى الخطبة فلا مانع للاجابة *

"খতিব যে সময় মিম্বরে উঠিতে যান, সেই সময় সমস্ত প্রকার কথা মকরুহ হওয়া সংক্রান্ত এমাম আজমের (রঃ) মতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু জুমার অধ্যায়ে আসিতেছে যে, উক্ত এমামের মতে খোৎবা আরম্ভ করার অগ্রে জেক্র সমূহ জায়েজ হওয়া অধিকতর ছহিহ; কাজেই আজানের জওয়াব দেওয়ায় কোন বাধা নাই।"

## মূল মন্তব্য

এমাম যে সময় মিম্বরে উপবিষ্ট থাকেন, সেই সময় জুমার যে আজান দেওয়া হয়, এমাম ও শ্রোতাগণ তাহার জওয়াব দিতে পারেন, অছিলার দেওয়া পড়িতে পারেন। হজরত নবী (ছাঃ) স্বয়ং আজানের জওয়াব দিয়াছিলেন। এমাম আজমের মতেও উহা অবাধে জায়েজ আছে।

# একাদশ মসলা

**মসজিদকে স্থানান্তরিত করা জায়েজ কি না ?**

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

যে মসজিদে জুমা জামায়াত হইতেছে, এরূপ একটি মসজিদ স্থানান্তরিত করিলে, উহাকে উৎসন্ন ( বিরান ) করা হইবে, আর কোন মসজিদ নষ্ট বা উৎসন্ন করা মহা গোনাহ ও হারাম।

**কোরাণ শরীফে আছে ঃ—**

و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها *

যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার মসজিদ সমূহে তাঁহার নাম অর্চ্চনা করিতে নিষেধ করে এবং উক্ত মসজিদ সমূহ উৎসন্ন করার চেষ্টা করে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী আর কে আছে ?

**তফছির আহমদি, ২৬ পৃষ্ঠা ঃ—**

انها تدل على ان هدم المساجد و تخريبها ممنوع وكذا المنع من الصلوة والعبادة وان كان مملوكا للمانع *

"উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, মসজিদ ধ্বংস করা ও উৎসন্ন ( বিরান ) করা নিষিদ্ধ। এইরূপ উহাতে নামাজ ও এবাদাত করিতে নিষেধ করা নিষিদ্ধ যদিও মসজিদটি নিষেধকারীর আয়ত্তাধীনে থাকে।

**আলমগিরি ২য় খণ্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা ঃ—**

و كان مسجد فى محلة ضاق على اهله و لا يسعهم ان يزيدوا فيه فسالهم بعض الجيران ان يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله فى داره ويعطيهم مكانه عوضا ماهو خير له يسع فيه اهل المحلة قال محمد رحمه الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا فى الذخيرة *

"যদি কোন মহল্লায় একটি মসজিদ থাকে, তথাকার অধিবাসিদিগের পক্ষে উহাতে স্থান সঙ্কুলান না হয় এবং তাহারা উক্ত মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম না হয়, এই হেতু কোন প্রতিবেশী তাহাদের নিকট আবেদন করিল যে, তাহারা যেন উক্ত মসজিদটি তাহার অধিকারভুক্ত করিয়া দেন যাহাতে সে ব্যক্তি উহা আপন বাটীর অর্ন্তভুক্ত করিয়া লইতে পারে এবং তৎপরিবর্ত্তে সে ব্যক্তি তাহাদিগকে তদপেক্ষা একটি উৎকৃষ্ট স্থান প্রদান করিবে, তন্মধ্যে মহাল্লাবাসিদিগের স্থান সঙ্কুলান হইবে। এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, ইহা তাহাদের পক্ষে জায়েজ হইবে না। এইরূপ জখিরা কেতাবে আছে।"

দোর্রোল-মোখতারে আছে ঃ—

وجعل المسجدين واحدا و عكسه لصلوة *

"এবং ( উক্ত মহাল্লাবাসিদিগের পক্ষে ) নামাজের জন্য দুইটি মসজিদ এক করা এবং একটি মসজিদকে দুইটি করা জায়েজ হইবে।"

কেহ কেহ এই স্থলে ভুল বুঝিয়া বলেন যে, কোন স্থানে দুইটি মসজিদ ত্যাগ করিয়া তৃতীয় একটি মসজিদ প্রস্তুত করা জায়েজ, কিন্তু তাহাদের এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা বাতীল, কারণ বাহরোররায়েক গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে, ( ২৫০ পৃষ্ঠায় ) এই মসলাটি এইরূপে লিখিত আছে ঃ—

اهل المحلة قسموا المسجد و ضربوا فيه حائطا و لكل منهم امام على حدة و مؤذنهم واحد لا بأس به والاولى ان يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لاهل المحلة ان يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم ان يجعلوا المسجدين واحدا *

"মহল্লাবাসিগণ মসজিদ ভাগ করিয়া লইলেন উহার মধ্যে একটি প্রাচীর স্থাপন করিলেন, তাহাদের প্রত্যেক দলের জন্য পৃথক এমাম হইল এবং আজানদাতা একই থাকিল, ইহাতে কোন দোষ নাই। প্রত্যেক দলের জন্য এক জন আজানদাতা হওয়াই উত্তম যে রূপ মহল্লাবাসিদিগের পক্ষে একটি মসজিদকে দুইটি মসজিদ করা জায়েজ, সেইরূপ দুইটি মসজিদকে এক করা জায়েজ।

ইহাতে বুঝা যায় যে, দুইটি মসজিদকে এক মসজিদে পরিণত করা জায়জে, কিন্তু দুইটি মসজিদ নষ্ট করিয়া তৃতীয় এক মসজিদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে, বা উক্ত এবারত হইতে উহার জায়েজ হওয়া বুঝা যায় না।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, যদি কোন স্থানের একটি মসজিদ ধ্বংস হইয়া যায় অথবা মসজিদটি স্থায়ী আছে, কিন্তু তথাকার মুছলমান পল্লীটি উৎসন্ন হইয়া যায়, তবে সেই মসজিদটি অথবা উহার আসবাবপত্র স্থানান্তরিত করা জায়েজ কি না?

**আলমগিরি, ২য় খণ্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা :—**

فى فتاوى الحجة لو صار احدالمسجدين قديما وتداعى الى الخراب فاراد اهل السكة ببيع القديم وصرفه الى المسجد الجديد فانه لا يجوز اما على قول ابى يوسف رحمه الله تعالى فلان المسجد و ان خرب والتغنى عنه اهله لايعود الى ملك البانى و الفتوى على قول ابى يوسف رحمه الله تعالى انه لا يعود الى ملك مالك ابدا كذا فى المضمرات

ফাতাওয়ায় হোজ্জাতে আছে, যদি দুইটি মসজিদের মধ্যে একটি পুরাতন হয় এবং উৎসন্ন হইয়া যায়, তৎপরে পল্লীবাসিগণ পুরাতন মসজিদটি বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য নূতন মসজিদে ব্যায় করার উচ্ছা করে, (তবে) এমাম আবু ইউছুফ রহমাতুল্লাহ আলাইহের মতানুসারে উহা জায়েজ হইবে না, কেননা যদি একটি মসজিদ উৎসন্ন হইয়া যায় এবং উহার পরিচালকগণ উহার পরিচালনা ত্যগা করিয়া থাকেন, তবে উক্ত মসজিদ উহার নির্ম্মাণকারীর অধিকার ভুখত হইতে পারে না। এমাম আবু ইউছুফ রহমাতুল্লাহ আলাইহের মতের উপর ফৎওয়া হইবে, এক্ষেত্রে উক্ত মসজিদ কখনও কোন মালিকের অধিকার ভুক্ত হইবে না, ইহাই মোজারাত গ্রন্থে আছে।”

বাহারোর-রায়েক, ৫ম খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা :—

قال محمد اذا خرب المسجد و ليس له ما يعمر به و قد استغنى الناس منه فانه يعود الى ملك الواقف و قال ابو يوسف هو مسجد ابدا الى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر سواء كانوا يصلون فيه اولا و عليه الفتوى كذا فى الحاوي القدسى و فى المجتبى و اكثر المشائخ على قول ابى يوسف و رجح فى فتح القدير قول ابى يوسف فانه الاوجه *

"(এমাম) মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন মসজিদ উৎসন্ন হইয়া যায়, উহার পরিচালনার কোন উপায় না থাকে এবং লোক উক্ত মসজিদ ত্যাগ করিয়াছেন, তবে উহা অকফকারীর অধিকারভুক্ত হইবে। (এমাম) আবু ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন, উহা সর্ব্বদা কেয়ামত অবধি মসজিদ থাকিবে, কোন উত্তরাধিকারীর অধিকারভুক্ত হইবে না, উক্ত মসজিদ স্থানান্তরিত করা এবং উহার আসবাব অন্য মসজিদে ব্যয় করা জায়েজ নহে, লোকে উক্ত মসজিদে নামাজ পড়ুন আর নাই পড়ুন ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। এইরূপ হাবি কুদছিতে আছে। মোজতাবা গ্রন্থে আছে, অধিকাংশ বিদ্বানগণ এমাম আবু ইউছুফের মতাবলম্বন করিয়াছেন, ফৎহোলকাদিরে আবু ইউছুফের মতকে যুক্তিযুক্ত বলা হইয়াছে।

পাঠক, এমাম আবু ইউছুফের অন্য এক রেওয়াএত অনুযায়ী উৎসন্ন মসজিদের আসবাবপত্র অন্য মসজিদে ব্যবহার করা জায়েজ হইতে পারে, এই রেওয়াএত অনুসারে তনবিরোল আবসার গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

و عن الثانی ینتقل الی مسجد اخر باذن القاضی و مثله حشیش المسجد و حصیرہ مع الاستغناء عنهما و کذا الرباط و البیر اذا لم ینتفع بهما فیصرف و قف المسجد و الرباط و البیر و الحوض الی اقرب مسجد او رباط او بئر او حوض *

এমাম আবু ইউছুফের এক রেওয়াএতে আছে, উক্ত মসজিদ কাজির অনুমতিতে অন্য মসজিদে স্থানান্তরিত করা হইবে, এইরূপ মসজিদের ঘাশ ও চেটাই যদি উক্ত মসজিদের কার্য্যে না আসে, এইরূপ পান্থশালা ও কূপ যদি কোন উপকারে না আসে, এক্ষেত্রে

মসজিদ পান্থশালা, কূপ ও হাওজের অক্‌ফ নিকটস্থ মসজিদ পান্থশালা, কূপ ও হাওজে ব্যয় করা যাইবে।

**শামি, ৩য় খণ্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা :—**

جزم به في الاسعاف حيث قال و لو خرب المسجد و ما حوله و تفرق الناس عنه لا يعود الى ملك الواقف عند ابي يوسف فيباع نقضه باذن القاضى و يصرف ثمنه الى بعض المساجد *

এছয়াফ লেখক উপরোক্ত মতের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, কেননা তিনি বলিয়াছেন, যদি মসজিদ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান উৎসন্ন হইয়া যায় এবং তথা হইতে লোক স্থানান্তরে গমন করে, তবে ( এমাম ) আবু ইউছুফের ( রঃ ) মতে উহা অক্‌ফকারীর অধিকারভুক্ত হইবে না, পরন্তু কাজির অনুমতিতে উহার ভগ্ন বস্তু গুলি বিক্রয় করা হইবে এবং উহার মূল্য অন্যান্য মসজিদে ব্যয় করা হইবে।"

**শামি, উক্ত খণ্ড, ৫৭২ পৃষ্ঠা :—**

و في جامع الفتاوى لهم تحويل المسجد الى مكان آخر ان تركوه بحيث لا يصلى فيه و لهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه و صرف ثمنه في مسجد آخر سائحانى اه *

যামেয়োল-ফাতাওয়াতে আছে, যদি লোক একটি মসজিদ এইভাবে পরিত্যাগ করিয়া যান যে, উহাতে নামাজ পাঠ করা হয় না তবে তাহাদের পক্ষে উক্ত মসজিদটি অন্যত্রে লইয়া যাওয়া জায়েজ হইবে এবং তাহাদের পক্ষে উক্ত পুরাতন মসজিদ বিক্রয় করা — যাহার নির্ম্মাণকারী অজ্ঞাত হয় এবং উহার মূল্য অন্য মসজিদে ব্যয় করা জায়েজ হইবে।

**শামি, উক্ত খণ্ড, ৫৭৩ পৃষ্ঠা :—**

( و لو خرب ما حوله الخ ) اي و لو مع بقائه عامرا و كذا لو خرب و ليس له ما يعمر به و قد استغنى الناس عنه لبناء مسجد أخر ( عند الامام و الثاني ) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله و نقل ماله الي مسجد اخر سواء كانوا يصلون فيه اولا و هو الفتوي حاوي القدسي و اكثر المشائخ عليه مجتبي و هو الا وجه فتح اه بحر *

"যদি মসজিদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান উৎসন্ন হইয়া যায় কিন্তু মসজিদটি স্থায়ী থাকে, এইরূপ যদি মসজিদ উৎসন্ন হইয়া যায় এবং উহার সংস্কার করার কোন উপায় না থাকে, লোকে অন্য মসজিদে প্রস্তুত করা হেতু উহাতে নামাজ পাঠ ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে (এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) আবু ইউছুফের মতে উহা কোন উত্তরাধিকারীর অধিকারভুক্ত হইবে না এবং উক্ত মসজিদ এবং উহার সম্পত্তি অন্য মসজিদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না, লোকে উহাতে নামাজ পড়ুন আর নাই পড়ুন। হাবি কুদছি ইহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। মোজতাবা লেখক বলেন, অধিকাংশ প্রাচীন বিদ্বানগণ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ফৎহোল-কাদিরে আছে যে, ইহাই সমধিক যুক্তিযুক্ত মত। ইহা বাহরোর রায়েকে আছে।"

আল্লামা শারাম্বালালি 'ছায়া' ছাতোজ দাজেদ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

فی يتيمة الدهر سئل علي بن احمد عن مسجد خرب و مات اهله و محلة اخري فيها مسجد هل لاهلها ان يصرفوا وجه المسجد الخراب الي هذا مسجد قال لا

انتهي و اذا علمت هذا فما ذكره في الدرر و فتاوي قاضيخان من جواز نقل المسجد اذا خرب خلاف ما عليه الفتوي كما هو المذكور في الحاوي و خلاف الصحيح المذكور في خزانة المفتيين وقد مشي الشيخ الامام محمد بن سراج الدين الحانوتي علي القول المفتي به من عدم نقل بناء المسجد *

"এতিমাতোদ্দহর গ্রন্থে আছে, (এমাম) আলি বেনে আহম্মদ এতদসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, একটি মসজিদ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, উহার মুসল্লিগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য পল্লীতে আর একটি মসজিদ আছে, এই দ্বিতীয় মসজিদের পরিচালকগণ উৎসন্ন মসজিদের অর্থ সম্পত্তি এই মসজিদে ব্যয় করিতে পারেন কি ? (তদুত্তরে) বলিলেন, না। গ্রন্থকার (আল্লামা শারাম্বালালি) বলেন, (পাঠক), তুমি যখন ইহা অবগত হইলে, তখন (তোমার জানা কর্ত্তব্য) যে, দোরার ও ফাতাওয়ায় কাজিখান লেখকদ্বয় উৎসন্ন মসজিদের স্থানান্তরিত করা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা ফৎওয়া গ্রাহ্য ও ছহিহ মতের বিপরীত, যথা হাবি ও খাজানাতোল-মুফতিন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মসজিদের এমারত স্থানান্তরিত করা যে ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ নহে, শেখ এমাম মোহাম্মদ বেনে সেরাজদ্দিন হানুতি এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন।"

শামি, তৃতীয় খণ্ড, ৫৭৪/৫৭৫ পৃষ্ঠা :—

و لكن علمت ان المفتي به قول ابي يوسف انه لا يجوز نقله و نقل ماله الي مسجد اُخر كما مر عن الحاوي نعم هذا التفريع انما يظهر علي ما ذكره الشارح من الرواية الثانية عن ابي يوسف و قدمنا انه جزم بها في الاسعاف و في الخانية رباط بعيد استغني عنه المارة

و بجنبه رباط اخر قال السيد الامام ابو شجاع تصرف غلته الى الرباط الثانى كالمسجد اذا خرب و استغنى عنه اهل القرية فرفع ذلك الى القاضي فباع الخشب و صرف الثمن الى مسجد آخر جاز و قال بعضهم يصيرة ميراثا و كذا حوض العامة اذا خرب اه و نقل فى الذخيرة عن شمس الائمة الحلوانى انه سئل عن مسجد او حوض خرب و لا يحتاج اليه لتفرق الناس عنه هل للقاضى ان يصرف او قافه الى مسجد او حوض اخر فقال نعم و مثله فى البحر عن القنية و للشر نبلالى رسالة فى هذه المسئلة اعترض فيها على صف المتن تبعا للدرر بما مر عن الحاوى و غيره ثم قال و بذلك تعلم فتوي بعض مشائخ عصرنا بل من قبلهم كالشيخ الامام امين الدين بن عبد العال و الشيخ الامام احمد بن يونس الشبلى و الشيخ زين بن نجيم و الشيخ محمد الوفائي فمنهم من افتى بنقل بناء المسجد و منهم من افتى بنقله و نقل ماله الى مسجد آخر و قد مشى الشيخ الامام محمد بن سراج الدين الحانوتى على القول المفتي به من عدم نقل بناء المسجد لم يوافق المذكورين اه ثم ذكر الشر نبلالى ان هذا فى المسجد بخلاف حوض و بئر و رباط و دابة و سيف بثغر و قنديل و بساط و حصير مسجد فقد ذكر فى التاتار خانية و غيرها جواز نقلها اه قلت و لكن الفرق غير ظاهر فليتامل *

তুমি অবগত হইয়াছ যে, ( এমাম ) আবু ইউছুফের মত ফৎওয়া গ্রাহ্য, উক্ত মতে মসজিদ এবং উহার সম্পত্তি অন্য মসজিদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হনে, যেরূপ হাবি হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য দোর্রোল-মোখতার প্রণেতার বর্ণনা অনুসারে এমাম আবু ইউছুফের দ্বিতীয় রেওয়াএত মতে উহা অন্য মসজিদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইতে পারে। আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, এছয়াফ গ্রন্থে এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে।

খানিয়া গ্রন্থে আছে একটি পান্থশালা দুরবর্ত্তী হওয়ায় পথিকেরা উহার উপসত্ব ভোগ ত্যাগ করিয়াছে উহার পার্শ্বে দ্বিতীয় আর একটি পান্থশালা আছে। সৈয়দ এমাম আবু ' শোজা ' বলিয়াছেন, উহার আয় দ্বিতীয় পান্থশালায় ব্যয় করা হইবে, যেরূপ একটি মসজিদ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, পল্লীবাসিগণ তথায় নামাজ পড়া ত্যাগ করিয়াছেন তৎপরে কাজির নিকট এই বিষয় উপস্থিত করা হইল, ইহাতে তিনি কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য অন্য মসজিদে ব্যয় করিলেন, উহা জায়েজ হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা উত্তরাধিকারিদের অধিকারভুক্ত হইবে। সাধারণের হাওজ বিনষ্ট হইয়া গেলে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। জখিরা গ্রন্থে শামছোল আএম্মা হোলওয়ানি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে একটি মসজিদ কিম্বা হাওজ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, লোকে তথা হইতে স্থানান্তরে গমণ করিয়াছে বলিয়া উহার আবশ্যক হইতেছে না, কাজি কি উহার অক্ফ সম্পত্তি গুলি অন্য মসজিদে কিম্বা হাওজে ব্যয় করিতে পারিবেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ পারেন। এইরূপ বাহারোর-রায়েক গ্রন্থে কিন্‌ইয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শারাম্বালালি এই মস্‌লার সম্বন্ধে একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তিনি উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হাবি প্রভৃতি গ্রন্থের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত উদ্ধৃত করিয়া দোরার গ্রন্থে অনুসরণে তনবিরোল আবছার গ্রন্থে যে, ( এমাম ) আবু ইউছুফএর দ্বিতীয় মত লিখিত হইয়াছে, উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, ইহাতে তুমি

আমার সমসাময়িক কতক বিদ্বানের বর তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কতক বিদ্বানের ফৎওয়ার অবস্থা বুঝিতে পারিলে, যেরূপ শেখ এমাম আমিনদ্দিন বেনে আবদুল আল, শেখ এমাম আহমদ বেনে ইউনুছ শিবলী, শেখ জয়েন বেনে নজিম এবং শেখ মোহাম্মদ আফায়ি, তাঁহাদের মধ্যে কতক সংখ্যক বিদ্বান্ মসজিদের এমারত স্থানান্তরিত করার ফৎওয়া দিয়াছেন এবং কেহ কেহ উক্ত মছজিদেও উহার সম্পত্তি অন্য মসজিদে স্থানান্তরিত করার ফৎওয়া দিয়াছেন। নিশ্চয় শেখ এমাম মোহাম্মদ বেনে সেরাজদ্দিন হানুতি মসজিদের এমারত স্থানান্তরিত না করা, এই ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের অনুমোদন করিয়াছেন এবং উপরোক্ত এমামগণের মতের সমর্থন করেন নাই। তৎপরে শারাম্বালালি বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থা কেবল মসজিদ সম্বন্ধে খাটিবে, কিন্তু হাওজ, কূপ, পান্থশালা, চতুষ্পদ, সীমান্ত প্রদেশে তরবারী, মসজিদের ফানুস, বিছানা চাটাই সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা নহে ; কেননা তাত্তারখানিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে তৎসমুদয়ের স্থানান্তরিত করা জায়েজ হওয়ার মত বর্ণিত আছে। শামি প্রণেতা বলিয়াছেন, (মসজিদ ও অক্‌ফকৃত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে এইরূপ) পার্থক্য অস্পষ্ট (অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত নহে)। এস্থলে পাঠকের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

**আরও উক্ত খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা :—**

و الذى ينبغى متابعة المشائخ المذكورين فى خوار النقل بلا فرق بين مسجد او حوض كما افتى به الامام ابو شجاع و الامام الحلوانى و كفى بهما قدوة ولا سيما فى زماننا فان المسجد او غيره من رباط او حوض اذا

لم ينقل ياخذ انقاضه اللصوص و المتغلبون كما هو مشاهد و كذلك اوقافه ياكلها النظار او غيرهم و يلزم من عم النقل خراب المسجد احلار المحتاج الى النقل اليه و قد وقعت حادثه سئلت عنها فى امير اراد ان ينقل بعض احجار مسجد خرابى فى سفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع الاموي فافتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالى ثم بلغنى ان بعض المتغلبين اخذ تلك الاحجار لنفسه فندمت على ما افتيت به ثم رأيت الان فى الذخيرة قال رفى فتاوي النفسى سئل شيخ الاسلام عن اهل قرية رحلوا و تداعى مسجدها الى الخراب و بعض المتغلبة يستولون على خشبه و ينقلونه الى دورهم هل الواحد لاهل المحلة ان يبيع الخشب بامر القاضى و يمسك الثمن ليصوفه الى بعض المساجد اوالى هذا لمسجد قال نعم و حكى انه وقع مثله فى زمن سيدنا الامام الاجل فى رباط فى بعض الطرق خرب و لا ينتفع المارة به و له اوقاف عامرة فسئل هل يجوز نقلها على رباط اخر ينتفع الناس به قال نعم لان الواقف غرضه انتفاع المارة يحصل ذلك بالثانى اه *

শামি প্রণেতা বলেন, মসজিদ কিম্বা হাওজের মধ্যে প্রভেদ না করিয়া (প্রত্যেক অকফ কৃত বস্তু) স্থানান্তরিত করা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে উপরোক্ত এমামগণের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, যেরূপ এমাম আবু শোজা' ও এমাম হোলওয়ানী ফৎওয়া দিয়াছেন উপরোক্ত এমামদ্বয়ের অনুসরণ করা (আমাদের পক্ষে) যথেষ্ট। বিশেষতঃ আমাদের সময়ে কেননা যদি মসজিদ, পান্থশালা, হাওজ

ইত্যাদি স্থানান্তরিত না করা হয়, তবে উহার বস্তুগুলি দস্যুরা ও প্রতাপশালী অর্থশাবলীরা আত্মসাৎ করিয়া লইবে, যেরূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এইরূপ উহার পরিচালকগণ কিম্বা অন্যান্য লোক উহার অক্ফ সম্পত্তি গুলি আত্মসাৎ করিবে এবং যে অন্য মসজিদে উহা স্থানান্তরিত করিলে, উহার সংস্কার সাধিত হইতে পারে উহা স্থানান্তরিত না করায় উহাও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। ( আমাদের সময়ে এইরূপ একটি ঘটনা ) ঘটিয়াছিল, একজন আমীর আমাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি দামেস্ককের কাছিউন পর্ব্বত পৃষ্ঠা পরি স্থাপিত একটি মসজিদের কতক প্রস্তর স্থানান্তরিত করিয়া 'জামে আমাবি' ( মসজিদ ) প্রাঙ্গণে বিছাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন, আমি শারাম্বালালির অনুসরণ করিয়া উহা নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছিলাম, তৎপরে আমি সংবাদ পাইলাম যে, কোন প্রতাপশালী লোক উক্ত প্রস্তরগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল, তখন আমি নিজের ফৎওয়ার জন্য লজ্জিত হইলাম। এক্ষণে আমি জখিরা কেতাবে দর্শন করিলাম যে, তিনি বলিয়াছেন, ফাতাওয়ায়-নাছাফিতে আছে, শায়খোল-ইসলামকে এই ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এক পল্লীবাসিগণ স্থানান্তরে গমন করায় তথাকার মসজিদটি উৎসন্ন হইয়া যায়। কোন কোন প্রবল প্রতাপশালী লোক উহার কাষ্ঠগুলি নিজের গৃহে লইয়া অধিকারভুক্ত করিয়া লইতেছে, এক্ষেত্রে পল্লীবাসীদিগের মধ্যে কেহ কাজীর অনুমতি লইয়া কাষ্ঠ গুলি বিক্রয় করিতে এবং উহার মূল্য অন্য মসজিদে কিম্বা এই মসজিদে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিতে পারে কিনা ? ( তদুত্তরে ) তিনি বলিলেন, হ্যাঁ পারে। কথিত হইয়াছে যে, এইরূপ একটি ঘটনা সৈয়দ এমাম আজমের সময় ঘটিয়াছিল, একটি পান্থশালা কোন পথে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, উহার অক্ফ সম্পত্তি বজায় থাকিতেও পথিকেরা উহার উপসত্ত্ব ভোগ করিতে পারিত না, এজন্য উক্ত এমামকে ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, উক্ত অক্ফ সম্পত্তিগুলি পান্থশালায়

স্থানান্তরিত করিলে, লোকে উহার উপসত্ত্ব ভোগ করিতে পারে, এইরূপ স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে কিনা? (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন, হ্যাঁ পারে, কেননা, অকৃফকারীর উদ্দেশ্যে পথিকদিগের উপসত্ত্ব ভোগ করা, ইহা উপরোক্ত ব্যবস্থাতে সম্ভব হইতে পারে।"

## দ্বাদশ মসলা

চিংড়ী মৎস্য হালাল কি না ?

### ঃঃ উত্তর ঃঃ

সেহাহ নামক প্রচীন অভিধানে আছে ঃ—

الاربيان بكسر الهمزة ضرب من السمك بيض كالدود يكون بالبصرة *

"এরবিয়ান (চিংড়ী) কীটের ন্যায় এক প্রকার শ্বেত রং বিশিষ্ট মৎস্য পাওয়া যায়।

ছোরাহ নামক অভিধানের ৫০ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

اربيان نوعى از ماهي *

চিংড়ী মৎস্য বিশেষ।

মোন্তাহাল আরবের প্রথম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা ;

اربيان ملخ آبى كه بهندي جهنكه گويند *

চিংড়ী মৎস্য বিশেষ হিন্দিতে উহাকে ঝিঙ্গা বলে।

**হায়াতোল-হাওয়ান প্রথম খণ্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা;**

الوبيان سمك صغير جدا *

চিংড়ী অতি ক্ষুদ্র মৎস্য।

**বোর-হানে-কাতে, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা ঃ—**

ملخ ابي نوعی از ماهي کوچک باشد که انرا بعربی اربیان گویند *

মূলকথা এই যে, চিংড়ীকে আরবিতে اربیان এরবিয়ান রুবিয়ান জারাদোল-বাহর, ফার্সীতে মালাখে আবি ও উর্দ্দুতে ঝিঙ্গা বলা হয়।

**উপরোক্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে চিংড়ীকে মৎস্য বলিয়া লিখিত আছে। আর সমস্ত ফেকহের কেতাবে লিখিত আছে ঃ—**

حل انواع السمك بلا ذكاة *

“সমস্ত প্রকার মৎস্য বিনা জবাহ হালাল।” এক্ষেত্রে চিংড়ী মৎস্য নিঃসন্দেহে হালাল হইবে।

কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া বলেন যে, লোনা চিংড়ী, মৎস্য নহে যেহেতু উহার ডিম হয় না। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ডিম না হইলে যে মৎস্য হইতে পারে না, ইহার প্রমাণ কোরআন, হাদিছ ও বিশ্বাসযোগ্য ফেকহ গ্রন্থে নাই, কাজেই এইরূপ দাবী একেবারে অমূলক।

**মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবি মজমুয়া ফৎওয়া'র দ্বিতীয় খণ্ডে ( ১৪৭ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন ঃ—**

فقد علم مما ذكر ان الفلوس اشهر علامات السمك ولذا قد حكم فى الجريث و المار ماهي بانهما سمك مع انهما يتوالدان و لا يبيضان *

" উল্লিখিত কথায় অবগত হওয়া গেল যে, মৎস্যের প্রসিদ্ধ চিহ্ন পাখনা (পর) হওয়া, সেই জন্য জেরিছ ও মারমাহিকে মৎস্য বলিয়া হুকুম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উভয় মৎস্যের বাচ্চা হয়, ডিম হয় না।"

উক্ত প্রমাণে বেশ বুঝায় যে, ডিম না হইলেও উহা মৎস্য হইতে পারে. কাজেই লোনা চিংড়ির ডিম না হওয়া স্বীকার করিলেও উহা মৎস্য বলিয়া গণ্য হইবে।

**আল্লামা দেমিরি হায়াতোল-হায়ওয়ানের দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—**

و من السمك ما يتولد بسفاد و منه ما يتولد بغيره اما من الطين او من الرمل وهو الغالب فى انواعه و الغالب يتولد من العفونات *

" কতকগুলি মৎস্য পুঃ ও স্ত্রী মৎস্যের সঙ্গমে সৃষ্টি হয়, আর কতকগুলি কর্দ্দম কিম্বা বালি হইতে সৃষ্টি হয়, ইহা অধিকাংশ মৎস্যের অবস্থা। অনেক মৎস্য দুর্গন্ধ বস্তু হইতে সৃষ্টি হয়।

ইহা প্রমাণিত হয় যে, ডিম মৎস্যের আবশ্যকীয় নিদর্শন নহে। কোরআন ও হাদিছে মৎস্য হালাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মৎস্যের চিহ্ন কিম্বা নাম উক্ত দুই দলীলে উল্লেখ হয় নাই, তবে অছুলে ফেকহ গ্রন্থে আছে ঃ—

تعامل الناس ملحق بالاجماع *

" সর্ব্বসাধারণ লোকে যাহা একতাভাবে করিবে, তাহা এজমার তুল্য দলীল হইবে।" এসূত্রে সাধারণ মুসলমানগণ যে বস্তুকে বিনা এনকারে মৎস্য বলিয়া ক্রয়, বিক্রয় বা ভক্ষণ করিবে, তাহাই মৎস্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। যে দেশে যে মৎস্য আছে, সেই দেশের মুসলমানগণের কার্য্য কথা তৎসম্বন্ধে ধর্ত্তব্য হইবে। সমগ্র বঙ্গবাসিগণ চিংড়িকে মৎস্য বলিয়া থাকেন ; এবং বিনা এনকারে ভক্ষণ ও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন, কাজেই উহা নিঃসন্দেহে হালাল মৎস্য বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে, এসম্বন্ধে হিন্দুস্থানবাসী বা কাবুলি লোকদের কথা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী সাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ার ১ম খণ্ডে, ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, চিংড়িকে সেহাহ্ নামক আরবী অভিধানে اربيان এরবিয়ান বলা হইয়াছে, উহা হালাল, যেহেতু উহা মৎস্য বিশেষ। সমস্ত বিদ্বানের মতে সকল প্রকার মৎস্য হালাল। যাহারা চিংড়িকে হারাম বলিয়াছেন, তাহারা উহাকে মৎস্যের অন্তর্গত না হওয়া ধারণা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই রূপ ধারণা ঠিক নহে।

**মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে, ১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—**

" সকলে একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে সমস্ত প্রকার মৎস্য হালাল। এক্ষণে কেবল ইহা সন্দেহ যে, " চিংড়ি " মৎস্যের অন্তর্গত কি না ? মৎস্যের কোন আবশ্যকীয় চিহ্ন কোন দলিলে সাব্যস্ত হয় নাই যে, তদাভাবে মৎস্য বলা সিদ্ধ হইবে না। এক্ষেত্রে ( মৎস্য হওয়া ) কেবল ন্যায়পরায়ণ তত্ত্বদর্শীগণের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি অভিজ্ঞ তত্ত্বদর্শীগণের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে উহার ব্যবস্থাতেও মতভেদ হইবে। এই জন্য জেরিছ মৎস্য সম্বন্ধে এমাম মোহাম্মদের ( রঃ ) মতান্তর হইয়াছে। যেরূপ শামী বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমার নিকট প্রাণীতত্ত্ব সংক্রান্ত

(আল্লামা) দেমিরির হায়াতোল হায়ওয়ান পুস্তক বর্ত্তমান আছে। উহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে :—

* الروبيان هو سمك صغيو جدا *

চিংড়ী অতি ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ। মখজন গ্রন্থে উহাকে হালাল মৎস্য বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, ইহাও প্রথম মতের সমর্থন করিতেছে। আমি নিঃসন্দেহ চিত্তে উহা মৎস্য বলিয়া জানি।"

তাহাতাবি বলিয়াছেন :—

* جراد البحر يؤكل *

"চিংড়ী হালাল খাদ্য।"

খোলাছাতোল মাছায়েলের ১১১ পৃষ্ঠায় আছে, চিংড়ি ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে হালাল, ইহা আনওয়া কেতাবে আছে।

## ত্রয়োদশ মসলা

মুল্লে হালাল কি না ?

**:: উত্তর ::**

এদেশে এক প্রকার সামুদ্রিক জীব আছে, উহা ঢালের ন্যায় গোলাকার, উহার লেজটি চাবুকের ন্যায় লম্বা উহাকে মুল্লে বলা হয়, কোন কোন স্থলে উহাকে শঙ্কর বা শাকশ বলা হয়। মাওলানা

আবদুল হাই লাখনুবি এই মৎস্যের সম্বন্ধে মজমুয়া ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে ( ১৯২ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন ঃ—

কি বলেন শীর্ষস্থানীয় বিদ্বানগণ এ সম্বন্ধে যে, সামুদ্রিক কোন্ কোন্ জীব হালাল খাদ্য ? মৎস্যের চিহ্ন কি ? জেরিছ ও মারমাহি মৎস্য কি না ? জেরিছের আকৃতি কি প্রকার ? কওছজ তাহার করাতের তুল্য শুণ্ড আছে, করশ, ( তিমি ) যাহা হইতে সামুদ্রিক প্রাণীসমূহ পলায়ণ করে, গোলাকার জীব যাহার চাবুকের ন্যায় লম্বা লেজ আছে। লেজের মূলদেশে কাঁটা আছে যাহাকে লহম প্রভৃতি ( মুল্লে ) বলা হয়। ( এই ত্রিবিধ জীব মৎস্য কিনা ?)

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

ফাতাওয়ায় কাজিখানে আছে, আমাদের হানাফী মজহাবে সামুদ্রিক মৎস্য ও জলপক্ষী ব্যতীত সমস্ত সামুদ্রিক জীব হারাম। আমি মৎস্যের চিহ্ন ( শরিয়তের কেতাবে ) দর্শন করি নাই, কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানে উহার তিনটি চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথম আইশ, দ্বিতীয়-দুইটি কানকো, খোলা, তৃতীয়-কন্টকময় বাজু যাহার মধ্যে পাখনা আছে, এইরূপ লেজ। কোন কোন প্রকার মৎস্যে উক্ত ত্রিবিধ চিহ্ন আছে, আর কোন কোন মৎস্যের কতক চিহ্ন আছে, আমি এইরূপ পরিদর্শন করিয়াছি। তৎপরে আমি মুফতি ফসিহদ্দিন ছাহেবের রচিত আহকামোল-হায়ওয়ান গ্রন্থে দেখিয়াছি যে মৎস্যের চিহ্ন এই যে, উহার জিহ্বা না থাকে, প্রসিদ্ধ চিহ্ন এই যে, পাখনা থাকে, দুইটি কানকো খোলা থাকে, যদি পানি হইতে বাহিরে আনা হয়, তবে ছটফট করিতে করিতে মরিয়া যায়। জেরিছ ও মারমাহি দুই প্রকার মৎস্য। কাজিখান গ্রন্থে আছে, জেরিছ ও মারমাহি (প্রভৃতি সমস্ত প্রকার ) মৎস্য হালাল।

**তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—**

اما صورة الجريث فهو سمك اسود كما فى الدر المختار و قال فى حاشيته رد المحتار و هو نوع من السمك مدور كالترس انتهى و هو صغير و ذنبه ايضا صغير غاية الصغر مشقوق شقين و اسمه الاردوى كر وى تركى كما بين مولانا المولوى حضرت غلام قادر صاحب رحمه الله تعالى فى فتواه و فى السمكين المذكورين ايضا اسقاط صغار غاية الصغر خفية كما شاهدنا و لهذا قال فى الدر المختار و افردهما بالذكر للخفاء انتهى لخفاء كونهما من جنس السمك رد المختار فقد علم ان غير الجريث من انواع المدور ليس من جنس السمك كما يوذن افراده بالذكر و لان الجريث ليس باسم لمطلق المدور بل هو اسم لنوع واحد منه كذا الكوسج و القرش ليسا من جنس السمك *

" জেরিছের আকৃতি, উহা একটি কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, ইহা দোর্রোল মোখতারে আছে। শামি গ্রন্থে আছে, জেরিছ ঢালের ন্যায় একটি গোলাকার মৎস্য। মাওলানা গোলাম কাদের সাহেব নিজের ফাতাওয়ায় লিখিয়াছেন, উহার মুখ ক্ষুদ্র, উহার লেজ নিতান্ত ক্ষুদ্র উহার দুই কানকো খোলা, উহার উর্দ্দু নাম কুরবি-তুরকি। জেরিছ ও মারমাহির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্পষ্ট আইস আছে, আমরা ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

দোর্রোল-মোখতার ও শামিতে আছে, জেরিছ ও মারমাহির বিষয় এজন্য পৃথক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উভয়টির মৎস্য হওয়ার সন্দেহ ছিল।

মাওলানা বলেন, জেরিছকে পৃথকভাবে উল্লেখ করায় বুঝা গেল যে, জেরিছ ব্যতীত কোন গোলাকার জলজীব মৎস্য নহে। জেরিছ প্রত্যেক গোলাকার জলজীব নহে, বরং তন্মধ্যে বিশেষ এক

প্রকারের নাম এইরূপ কওশজ ও করশ (তিমি) মৎস্য শ্রেণীভুক্ত নহে।"

**হায়াতোল-হায়ওয়ান, ১ম খণ্ড ৭৮ পৃষ্ঠায় আছে :—**

"মারমাহির এক নাম যরি, আর এক নাম আঙ্কলিছ, উহার রূপ সর্পের তুল্য, এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য, বছরার নদীতে পাওয়া যায়।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, মুল্লে বা শঙ্কর, মৎস্য নহে, উহা হারাম। জেরিছ মুল্লে নহে, যেহেতু মুল্লের লেজ চাবুকের ন্যায় লম্বা, আর জেরিছের লেজ অতি ক্ষুদ্র, দ্বিতীয় — মুল্লের মধ্যে মৎস্যের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। আরও ইহাতে বুঝা গেল যে, বাওশ মৎস্য নহে, বা মারমহি বাওশ নহে, যেহেতু বাওশ স্থলচর উভয়চর, একথা কাহারও অজ্ঞাত নহে, মৎস্য স্থলচর হইতে পারে না। আরও মারমাহির লক্ষণ বাওশ মৎস্যেণ মধ্যে নাই। পাঠক, মারমাহি বাইন মৎস্যকে বলা হয়।

# চর্তুদশ মসলা

ইছালে-ছাওয়াবের মজলিশ করা জায়েজ কি না ? বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ওয়াজ, জেক্র ও কোরআন খতমের মজলিশ করা, উহার ছাওয়াব প্রাচীন পীর বোজর্গগণের রুহে পৌঁছাইয়া দেওয়া, উক্ত সভায় সমাগত লোকদিগকে যথাসাধ্য আহার করানো এবং বিবিধ স্থানের লোকদিগের সুবিধা-হেতু বৎসরের একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করা, ইহাকে ইছালে-ছাওয়াব বলা হয়। ইহা জায়েজ কিনা?

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

ভারত গৌরব মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবি সাহেব ' মজমুয়া ফাতাওয়া'র দ্বিতীয় খণ্ডে ( ২৯৬/২৯৭ পৃষ্ঠায় ) প্রশ্ন ও উত্তর রূপে যে ফাতাওয়াটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এস্থলে অবিকল উহার অনুবাদ করিতেছি।

## ঃঃ প্রশ্ন ঃঃ

যদি সময়ের উপযোগিতার ধারণায় বৃহস্পতিবার কিম্বা শুক্রবারের রাত্রে একটি মজলিশ করা হয়, তথায় প্রত্যেক সপ্তাহে লোক সমবেত হন, কোরআন, হাদিছ, নামাজ, রোজা ইত্যাদি ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ের ওয়াজ বর্ণনা করা হয়। তথায় পার্থিব বিষয় বা ধর্ম্মতেত্ত্বর কোন কলহ হয় না, কেবল আল্লাহ রছুলের কথা বর্ণনা করা হয়, এই জন্য একটি দিন কেবল এই উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট করা হয় যে, সমস্ত লোক বিনা সংবাদে নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিজেরা উক্ত ওয়াজের মজলিশে যোগদান করিতে পারেন, যেরূপ দিল্লীতে মৌলবী হাফিজুল্লাহ খাঁ সাহেবের ওয়াজ সোমবারের প্রভাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিম্বা মৌলবী আবদুর রব সাহেবের ওয়াজ শুক্রবারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে হইয়া থাকে। আগ্রহান্বিত ব্যক্তিরা বিনা সংবাদ প্রদানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ( উক্ত সভায় ) যোগদান করিয়া থাকেন। ঐরূপ করা গোনাহ হইবে কি না ?

আরও ওয়াজের ( মজলিশে ) সমবেত জনমণ্ডলিকে গ্রীষ্মকালে শরবত পানি, বরফও শীতকালে চা কফি পান করানো হয়, উহাতে নিরক্ষর দলের কোন রীতিনীতির অনুসরণ করার ধারণা করা হয় না। ইহাতে কোন দোষ নাই ত ?

এইরূপ রমজান মোবারকের কোন রাত্রে কোরাণ শরিফ খতম করার সময়ে উপস্থিত জনমণ্ডলিকে কোন দেশাচার ঘটিত

কোন রীতিনীতির ধারণা না করিয়া খাদ্য খাওয়ান, মিষ্টান্ন বন্টন করা কিম্বা সেই সময় বা এফতারের সময় শরবত পান করানো জায়েজ কি না ?

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

এই সমস্ত কার্য্য জায়েজ হইবে। ইহার প্রমাণ ছহিহ বোখারির এই হাদিছ ঃ—

قال جاءت امرأة الى رسول الله صلعم فقالت يا رسول الله ذهب الرجل بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله الحديث *



( হজরত ) আবু ছইদ খুদরি বলিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক (হজরত) রসুলে খোদা (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, পুরুষেরা আপনার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন স্থির করিয়া দিন, আমরা উক্ত দিবসে আপনার নিকট উপস্থিত হইব, খোদাতায়ালা যাহা আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন, আপনি তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। তদুত্তরে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা অমুক অমুক দিবস অমুক অমুক স্থানে সমবেত হইবে। তৎপরে তাহারা সমবেত হইল হজরত ( ছাঃ ) তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া খোদাতায়ালা তাঁহাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন। এই হাদিছটি উক্ত গ্রন্থের كتاب الاعتصام অধ্যায়ে আছে।

আরও ছহিহ বোখারির كتاب الدعوات এর অধ্যায়ে হজরত একরামা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

حدث الناس فى كل جمعة مرة فان ابيت فمرتين فان كثرت فثلث مرات الحديث *

হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি লোককে প্রত্যেক শুক্রবারে একবার হাদিছ বর্ণনা কর, যদি তুমি (একবার) অস্বীকার কর, তবে দুইবার, আর যদি (তদধিক) করিতে চাহ, তবে তিনবার।"

আরও ছহিহ বোখারির كتاب العلم অধ্যায়ে আছে ঃ—

عن ابى وائل قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس فى كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعنى من ذلك انى اكره ان املكم و انى اتخولكم بالموعظة كما كان النبى صلعم يتخولنا بها مخافة السامة علينا *

"আবু ওয়াএল বলিয়াছেন, (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) লোকদিগকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ওয়াজ শুনাইতেন, ইহাতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, হে আবু আবদুর রহমান আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি প্রত্যেক দিবস আমাদিগকে ওয়াজ শুনাইবেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ক্ষুণ্ণ করিতে নারাজ, এই হেতু প্রত্যেক দিবস ইহা করি না এবং আমি তোমাদের প্রীতিজনক সময় বুঝিয়া তোমাদিগকে ওয়াজ করিয়া থাকি যেরূপ হজরত নবি (ছাঃ) আমাদের ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে আমাদের প্রীতিজনক সময়ে আমাদিগকে ওয়াজ শুনাইতেন।

উপরোক্ত হাদিছ সমূহের দ্বারা ওয়াজের মজলিশের স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করা প্রমাণিত হইতেছে। যখন লোক রমজানের খতমের মজলিশে বা অন্য সময়ে ওয়াজের মজলিশে একস্থানে সমবেত হন, তখন সমাগত লোকদিগকে কোন রীতিনীতির অনুসরণ না করিয়া বা আবশ্যক না বুঝিয়া শরিয়ত বিরুদ্ধ প্রথার অনুষ্ঠান না করিয়া কোন বস্তু ভক্ষণ করানো, পান করানো কিম্বা বন্টন করা জায়েজ আছে। ইহার প্রমাণ ছহিহ বোখারির كتاب الجهاد باب الطعام এর অধ্যায়ে লিখিত এই হাদিছ ঃ—

ان رسول الله صلعم لما قدم المدينة نحر جزورا او بقرة *

"যে সময় (হজরত) রাছুলুল্লাহ (দঃ) মদিনা শরীফ আগমন করিয়াছিলেন, একটি উষ্ট্র কিম্বা গো-জবাহ করিয়াছিলেন।

আরও উক্ত গ্রন্থের كتاب الاطعمة এর অধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ—

قال عتبان فغدا على رسول الله صلعم و ابو بكر حين ارتفع النهار فاستاذن النبى صلعم فاذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لى اين تحب ان اصلى ببيتك فاشرت الى ناحية من البيت فقام النبى صلعم فكبر فصففنا و صلى ركعتين ثم سلم فحبسناه على خزيرة صنعناه *

"ওৎবান বলিয়াছেন, (হজরত) রছুলে খোদা (ছাঃ) ও হজরত আবুবকর (রাঃ) প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে, আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, (হজরত) নবি (ছাঃ) অনুমতি চাহিলেন, ইহাতে আমি তাঁহাকে অনুমতি দিলাম। তৎপরে তিনি না বসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, তোমার গৃহে আমি কোন্ স্থানে নামাজ পড়িব ? তোমার বাসনা প্রকাশ কর। তখন আমি গৃহের এক পার্শ্বে ইশারা করিলাম। (হজরত) নবি (ছাঃ) দণ্ডায়মান হইয়া তকবির

পড়িলেন, আমরা সারি বাঁধিলাম, তিনি দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া ছালাম ফিরিলেন, তৎপরে আমরা যে খজিরা নামক খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলাম, ( উহা ভক্ষণ করাইবার জন্য ) তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের গৃহে রাখিলাম।”

**আরও উক্ত অধ্যায়ে আছে ঃ—**

عن عايشة زوج النبى صلعم انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها و خاصتها امرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها قالت كلن منها الحديث *

“( হজরত ) নবি করিমের সহধর্ম্মিণী আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সময় তাঁহার কোন গৃহবাসী মৃত্যুপ্রাপ্ত হইতেন এবং তজ্জন্য স্ত্রীলোকেরা সমবেত হইত, তৎপরে তাঁহার গৃহবাসীগণ ও আত্মীয়গণ ব্যতীত স্ত্রীলোকেরা চালিয়া যাইত, তখন তিনি হুকুম করিতেন, একটি প্রস্তরের দেগে তলবিনা রন্ধন করা হইত, তৎপরে ছরিদ প্রস্তুত করিয়া উহার উপর তলবিনা ঢালিয়া দেওয়া হইত, তিনি বলিতেন, তোমরা উহা ভক্ষণ কর।” তলবিনা ছরিদ দুই প্রকার খাদ্য সমাগ্রী।

**ভারত-রত্ন মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী কাতাওয়ায় আজিজি প্রথম খণ্ড, ১০৪/১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—**

**সমস্ত বৎসরে আমার বাটীতে দুইটি সভার অধিবেশন হইয়া থাকে, প্রথমে হজরতের ওফাত শরিফের মজলিশ, দ্বিতীয় (হজরত) হাছান ও হোছেন (রাঃ) এই এমামদ্বয়ের শাহাদতের মজলিশ।**

একটির অবস্থা এই যে, আশুরার দিবস কিম্বা উহার দুই এক দিবস অগ্রে প্রায় চারি পাঁচ শত বরং সহস্র লোক সমবেত হইয়া দরুদ শরিফ পাঠ করেন,, আমি সভায় উপস্থিত হইয়া উপবেশন করি, হাদিস অনুমোদিত উক্ত ইমামদ্বয়ের গুণাবলী তথায় বর্ণনা করা হয়, উক্ত মহাত্মাগণের শাহাদতের সংবাদ এবং তাঁহাদের হত্যাকারীগণের অন্যায় আচরণ ও অবস্থা বিস্তারিত রূপে যাহা হাদিছে উল্লিখিত আছে, তাহাও উল্লেখ করা হয়। এই উপলক্ষে উক্ত ইমামদ্বয়ের উপর যে বিপদ পতিত হইয়াছিল, তাহার কতক বিশ্বাসযোগ্য হাদিছ অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়। ইহার মধ্যে হজরত উম্মে-ছালমা (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবা জ্বেন পীর হইতে যে কতকগুলি দুঃখসূচক শ্লোক শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণিত হয় হজরত এবনে আব্বাস ( রাঃ ) ও অন্যান্য ছাহাবা যে ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং যাহাতে জনাব নবী ( ছাঃ) এর রেছালাত পবিত্র আত্মার নিতান্ত দুঃখিত হওয়া বুঝা যায়, তাহাও উল্লেখ করা হয়। তৎপরে কোরআন মজিদ খতম করিয়া পাঁচ আয়ত পড়িয়া ছাওয়াব রেছানী করা হয়। ইতিমধ্যে যদি কোন মিষ্ট স্বর বিশিষ্ট লোক ছালাম পাঠ করে কিম্বা শরিয়ত সঙ্গত দুঃখসূচক শ্লোক পাঠ করে, তবে সমবেত জনমণ্ডলীর এবং আমার হৃদয় বিগলিত হইয়া যায় ও চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করে। এই কার্য্যগুলিই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত প্রকারে উল্লিখিত বিষয়গুলি যদি আমার মতে জায়েজ না হইত তবে আমি কখনও উক্ত কর্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম না।”

**আরও তিনি উক্ত ফাতাওয়ার প্রথম খণ্ডে ( ৩৮ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন :—**

تعین و تقریك روز بعد سالی بذابر زیارت قبور بزگان جائز است یا نه *

جواب

رفتن قبور بعد سالی یک روز معین کردہ سہ صورت است اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا دو شخص بغیر هیات اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبور محض بنابر زیارت و استغفار بروند اینقدر از روی روایات ثابت است و در تفسیر در منثور نقل نمودہ کہ هر سر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم بر مقابر می رفتند و دعا برای مغفرت اهل قبور مینمودند این قدر ثابت و مستحب است ۔ دوم آنکہ بهیئت اجتماعیہ مردمان کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ کنند و فاتحہ بر شیرینی یا طعام نمودہ تقسیم درمیان حاضران نمایند این قسم معمول در زمانۂ پیغمبر خدا و خلفای راشدین نبود اگر کسی این طور بکند باک نیست زیرا کہ درین قسم قبح نیست بلکہ فائدہ احیا و اموات را حاصل میشود سوم طور جمع شدن بر قبور اینست کہ مردمان یک روز معین نمودہ و لباسهای فاخرہ و نفیسی پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ بر قبرها جمع میشوند رقص و مزامیر و دیگر بدعات ممنوعہ مثل سجود برای قبور و طواف کردن قبور مینمایند این قسم حرام و ممنوع بلکہ بعضی بحد کفر میرسند و همین است محمل این

در حدیث ولا تجعلوا قبری عیدا چنانچہ در مشکوۃ شریف موجود است و اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد این هم در مشکوۃ است *

ঃঃ প্রশ্ন ঃঃ

**বোজর্গগণের গোর জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে বৎসরের পরে একটি দিন স্থির ও নির্দ্দিষ্ট করা জায়েজ কি না ?**

**ঃঃ উত্তর ঃঃ**

বৎসরের পরে একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া গোরের নিকট গমন করা তিন প্রকার হইতে পারে। **প্রথম** এই যে বিনা বহু লোকের একত্র সমাবেশে দুই একটি লোক একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া কেবল জিয়ারত ও এস্তেগফারের জন্য গোরের নিকট গমন করেন এতটুকু হাদিসে প্রমাণিত হইয়াছে। তফছিরে দোর্রে মনছুরে বর্ণিত আছে যে, জনাব নবি (ছাঃ) প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে কবরস্থানে গমন করিতেন, এবং গোরবাসীদিগের গোনাহ ক্ষমার জন্য দোওয়া করিতেন, এতটুকু সাব্যস্ত হইয়াছে এবং মোস্তাহাব হইবে। **দ্বিতীয়** একত্রিত ভাবে বহু লোক সমবেত হয়েন, কোরাণ শরিফ খতম করেন, এবং মিষ্টান্ন কিম্বা খাদ্য সামগ্রীর ছওয়াব রেছানি করিয়া সমাগত লোকদিগের মধ্যে বন্টন করেন, এই প্রকার কার্য্য ( হজরত ) পয়গম্বর ( ছাঃ) ও সত্য পরায়ণ খলিফাগণের সময় অনুষ্ঠিত হইত না, যদি কেহ এইরূপ কার্য্য করে, তবে কোন ভয় নাই, কেননা এই প্রকার কার্য্যে কোন দোষ নাই, বরং জীবিতেরা ও মৃতেরা ইহাতে ফলবান হইয়া থাকেন। **তৃতীয়** গোরের নিকট এইভাবে সমবেত হওয়া যে, লোক সকল একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া গৌরব বর্দ্ধক ও মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ঈদের দিবসের ন্যায় আনন্দিত অবস্থায় গোর সমূহের নিকট সমবেত হয়েন, নর্ত্তন কুর্দ্দন, বাদ্য, কবর সমূহ ছেজদা, তওয়াফ ( প্রদক্ষিণ) করার তুল্য অন্যান্য নিষিদ্ধ বেদয়াত করেন, এই প্রকার কার্য্য হারাম ও নিষিদ্ধ, বরং ( ইহার মধ্যে ) কতক কার্য্য কাফিরিতে পরিনত করে। ইহার নিম্নোক্ত দুইটি হাদিছের মর্ম্ম। " তোমরা আমার গোরকে ঈদ স্থির করিও না।" " হে খোদা, তুমি আমার গোরকে পূজিত প্রতিমা করিও না।" এই হাদিছ দুইটি মেশকাত শরিফে আছে।

আরও তিনি উক্ত ফাতাওয়ার ৪৫/৪৯ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন :—

প্রশ্নটি এই :—

عرس بزرگان خود بر خود مثل فرض دانسته سال سال بر مقبره اجتماع کرده طعام و شیرینی هرآنچه برده تقسیم نموده مقابر را و ثنا یعبد میکنند *

প্রশ্নকারী বলেন, "নিজেদের বোজর্গগণের ওরছ (ঈছালে-ছাওয়াব) আপনাদের উপর ফরজ জানিয়া প্রত্যেক বৎসরে গোরস্থানে সমবেত হইয়া খাদ্য ও মিষ্টান্ন তথায় লইয়া বিতরণ পূর্ব্বক করবস্থান সমূহকে পূজিত প্রতিমা করিয়া থাকেন।"

## মাওলানা ছাহেবের উত্তর



قوله عرس بزرگان خود را الخ این طعن مبنی است بر جهل باحوال مطعون علیه زیرا که غیر از فرایض شرعیه مقرره را هیچکس فرض نمیداند آری زیارت و تبرک بقبور صالحین و امداد ایشان بامداد ثواب و تلاوت قرآن و دعای خیر و تقسیم طعام و شیرینی امور مستحسن و خوب است باجماع علما و تعیین روز عرس برای انست که آن روز مذکر انتقال ایشان می باشد از دار العمل بدار الثواب والا هر روز که این عمل واقع شود موجب فلاح و نجات است و خلف را لازم است که سلف خود را باین نوع بر و احسان نماید چنانچه در احادیث مذکو است که ولد صالح یدعو له و تلاوت قرآن و اهدای ثواب را عبادت قرار دادن مبنی بر کمال بلادت و افراط جهل

سنت آری اگر کسی سجده و طواف و دعا بنحویا فلان افعال کذا افعل کذا آرد البتہ مشابهت بعبدۂ اوثان کرده باشد و چون چنین نیست پس چرا محل طعن باشد در در منثور سیوطی مرقومست و اخرج ابن منذر و ابن مردویه عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یاتی احدا کل عام فاذا تفوه الشعب سلم علي قبور الشهداء و قال سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار و اخرج ابن جریر عن محمد ابن ابراهیم قال کان النبی صلعم یاتی قبور الشهداء علی رأس کل حول فیقول سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار و ابو بکر و عمر و عثمان انتهي و فی التفسیر الکبیر عن رسول الله صلعم انه کان یاتی قبور الشهداء علی راس کل حول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار و الخلفاء الاربعة هکذا یفعلون *

এই দোষারূপ কেবল দোষার্পিত ব্যক্তির অবস্থা নাজানা হেতু হইয়াছে, কেননা কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট শরিয়তের ফরজ ব্যতীত অন্য বিষয়কে ফরজ বলিয়া ধারণা করে না, ছওয়াব রেছানী কোরান তেলাওয়াত, নেক দোওয়া ও খাদ্য মিষ্টান্ন বিতরণ দ্বারা তাঁহাদের উপকার করা বিদ্বানগণের এজমা মতে উত্তম কার্য্য। এই জন্য উরূছের (ঈছালে-ছাওয়াবের) দিন নির্দ্দিষ্ট করা হয় যে, উক্ত দিবসে তাঁহাদের পৃথিবী হইতে পরজগতে গমণ করা স্মরণ করাইয়া দেয়। নচেৎ যে দিবস এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, (সেই দিবস) উহা মুক্তি ও নাজাতের কারণ হয়। সন্তান সন্ততির পক্ষে ওয়াজেব যে, এই প্রকার পূর্ব্ব পুরুষগণের উপকার করে, যেরূপ হাদিছ সমূহে আছে যে সৎপুত্র উহার পিতার জন্য দোওয়া করে। কোরান তেলাওয়াত ও ছাওয়াব রেছানিকে গোর পূজা স্থির করা নিতান্ত

নির্ব্বুদ্ধিতা ও অনভিজ্ঞতা, অবশ্য যদি কেহ (কবর) ছেজদা ও তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে এবং এইরূপ যাজ্ঞা করে যে, হে অমুক পীর, তুমি এরূপ কর, এরূপ কর, তবে পৌত্তলিকদিগের সমভাপন্ন হইবে। আর যখন এইরূপ অবস্থা নহে, তখন দোষের পাত্র কেন হইবে। (এমাম) ছিউতির দোর্রে-মনছুরে লিখিত আছে এবং এবনে মোজের ও এবনে মারদাওয়াহে (হজরত) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় রছুলে খোদা (ছাঃ) প্রত্যেক বৎসরে 'ওহোদ' পর্ব্বতে গমণ করিতেন, তৎপরে যে সময় তিনি পর্ব্বত গুহার মুখে প্রবেশ করিতেন, শহিদগণের গোরে ছালাম করিতেন এবং বলিতেন।

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار *

এবনে জরির মোহাম্মদ বেনে এবরাহিম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (হজরত) নবি (ছাঃ) আবুবকর; ওমার ও ওছমান প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে শহিদগণের কবরে উপস্থিত হইয়া ঐ প্রকার ছালাম করিতেন। এইরূপ তফছিরে কবিরে আছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) ও চারি খলিফা ঐরূপ করিতেন।

**আরও তিনি ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—**

"যদি মৃতের জন্য দোওয়ার সময় স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে উরূছের সময় স্থির করা হয়, তবে কোন দোষ নাই; কিন্তু উক্ত দিন স্থির লাজেম জানা বেদয়াত।"

**মাওলানা আশারাফ আলি সাহেবের পীর মাওলানা হাজি এমদাদুল্লাহ সাহেব 'ফয়ছলায়-হফত-মাসায়েল' গ্রন্থের ৭-৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—**

"মৃতদের আত্মার উপর ছওয়াব পৌঁছান উত্তম কার্য্য, বিশেষতঃ যে যে বোজর্গগণের দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্যোতি (ফয়েজ) ও বরকত লাভ করা হইয়াছে, তাঁহাদের হক আরও অধিক। নিজের পীর ভাইদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা সমধিক প্রীতি প্রণয় ও

বরকতের অবলম্বন স্বরূপ। তরিকত প্রার্থীদের লাভ এই হয়, যে, পীরের অনুসন্ধানে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। বহু পীর (উক্ত ঈছালে ছাওয়াবের স্থানে) পদার্পণ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে যাহার প্রতি ভক্তি হয়, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে ; এই জন্য উরূছ প্রথা স্থাপন করার উদ্দেশ্য এই— যে সমস্ত তরিকার লোক এক সময় সমবেত হয়েন, তাঁহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয় এবং কবরবাসীর আত্মার উপর কোরআন ও খাদ্য সামগ্রীর ছওয়াব রেছানী করা হয়, এই সুবিধার জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

হাদিছে আছে, তোমরা আমার গোরকে ঈদ করিও না, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, কবরের নিকট মেলা করা, আনন্দ উৎসব করা সাজ-সজ্জা, জাঁকজমক করা, ইহাই নিষিদ্ধ, কেননা কবরস্থানের জিয়ারত, উপদেশ গ্রহণ ও পরকাল স্মরণ করার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, পরকালের উদাসীনতা সাজসজ্জার জন্য নহে। কবরের নিকট সমবেত হওয়া নিষিদ্ধ হওয়া উক্ত হাদিছের অর্থ নহে, নচেৎ বহুদল লোকের হজরতের গোর জিয়ারত মানসে মদিনা শরিফে গমণ করা নিষিদ্ধ হইত, ইহা বাতীল। এক্ষেত্রে সত্য মত এই যে, একা কিম্বা দলবদ্ধ ভাবে গোর জিয়ারত করা জায়েজ, কোরআন ও খাদ্য সামগ্রীর ছওয়াব পৌঁছান জায়েজ, কোন সুবিধা হেতু দিন নির্দ্দিষ্ট করাও জায়েজ।

অবশ্য যে মজলিশে নর্ত্তন, কুর্দ্দন, ছেজদা ইত্যাদি মন্দ কার্য্য হয়, তথায় যোগদান করা অনুচিত।

আমার নিয়ম এই যে, আমি প্রত্যেক বৎসরে তাপস পীর মোর্শেদের পাক রূহে ছওয়াব রেছানি করিয়া থাকি, প্রথম কোরাণ পাঠ হয়, যদি সুযোগ হয়, তবে মৌলুদ পাঠ করা হয়, উপস্থিত খাদ্য লোকদিগকে খাওয়ান হয়, তৎপরে উহার ছওয়াব পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। তদ্ব্যতীত অন্য কিছু করা আমার রীতি নহে।"

# পঞ্চদশ মসলা

বেনামাজি কাফের হইবে কি না? বেনামাজির জানাজা জায়েজ হইবে কি না ?

## :: উত্তর ::

এনাম নাবাবি ছহিহ মোছলেমের টীকায় ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اما ترك الصلوة فان كان منكرا لوجوبها فهو كافر باجماع المسلمين خارج من ملة الاسلام - و ان كان تركه تكاسلا * مع اعتقاد وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلاف العلماء فيه فذهب مالك و الشافى و الجماهير من السلف والخلف الى انه لا يكفر بل يفسق و يستتاب فان تاب و الا قتلناه حدا و ذهب جماعة من السلف الى انه يكفر و هو مروي عن على بن ابى طالب رض و هو احدى الروايتين عن احمد بن حنبل و به قال عبد الله بن المبارك و اسحق بن راهوية و ذهب ابو حنيفة و جماعة من اهل الكوفة و المزنى الى انه لا يكفر و لا يقتل بل يعزر و يحبس حتى يصلى و احتج الجمهور على انه لا يكفر بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و بقوله صلعم من قال لا اله الا الله دخل الجنة و من مات و هو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة ولا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة و حرم الله على النار من قال لا اله الا الله و غير ذلك و قالوا قوله صلعم بين العبد و بين الكفر ترك الصلوة على انه يستحق بترك الصلوة عقوبة الكافر و هو القتل او انه محمول على المستحل او على انه قد يؤل به الى الكفر او عن فعله فعل الكفار *

" যদি কোন বেনামাজী নামাজ ওয়াজেব হওয়ার এনকার করে, তবে সে ব্যক্তি মুছলমানগণের এজমাতে কাফের ও ইছলাম ধর্ম্ম হইতে খারিজ হইবে। আর যদি ইহা ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করে কিন্তু শৈথিল্যবশতঃ ত্যাগ করে, যেরূপ বহু লোকের অবস্থা, তবে বিদ্বাণগণ ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন, ( ইমাম ) মালেক শাফিয়ি ও অধিকাংশ প্রাচীন ও পরবর্ত্তী বিদ্বান বলেন যে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, অবশ্য ফাছেক হইবে। তাহাকে তওবা করিতে বলা হইবে, যদি সে তওবা না করে তবে তাহাকে হদ স্বরূপ হত্যা করা হইবে।

আর একদল প্রাচীন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, সে কাফের হইয়া যাইবে, ইহা (হজরত) আলি (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা (ইমাম) আহমদ বেনে হাম্বলের এক রেওয়াএত এবং আবদুল্লাহ বেনে মোবারক ও ইসহাক বেনে রাওয়ায়হের মত। (ইমাম ) আবু হানিফা, একদল কুফাবাসী বিদ্বান ও মোজান্নার মতে কাফের হইবে না এবং তাহাকে হত্যা করা হইবে না, বরং তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে এবং যতক্ষণ নামাজ না পড়ে, ততক্ষণ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইবে।

অধিকাংশ বিদ্বান বলেন যে, বেনামাজি কাফের হইবে না, তাহাদের প্রমাণ এই আয়ত, " নিশ্চয় খোদাতায়ালা তাঁহার সহিত শরিক করা মার্জনা করিবেন না, তদ্ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা করেন, মার্জনা করিবেন। "

**আরও তাহাদের দলীল নিম্নোক্ত হাদিছ গুলি ঃ—**

১। যে ব্যক্তি লাএলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

২। যে ব্যক্তি মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং বিশ্বাস করে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত উপাস্য নাই, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

৩। এমন কোন বান্দা বিনা সন্দিগ্ধ চিত্তে খোদা ও রছুলের উপর বিশ্বাস করিয়া খোদার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না যে, সে বেহেশত হইতে বঞ্চিত হইবে।

৪। যে ব্যক্তি বলে যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত উপাস্য নাই, খোদাতায়ালা তাহার উপর দোজখকে হারাম করিবেন।

তৎপরে ইমাম নাবাবি বলিয়াছেন, "বান্দার মধ্যে ও শেরেকের মধ্যে নামাজ ত্যাগ রহিয়াছে। এই হাদিছের চারি প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে ঃ—

**প্রথম**— নামাজ ত্যাগ করিলে, কাফেরের ন্যায় প্রাণ হত্যার উপযুক্ত হইবে।

**দ্বিতীয়**— যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করা হালাল জানে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

**তৃতীয়**— নামাজ ত্যাগকারীকে পরিণামে কাফেরির দিকে রুজুকরে।

**চতুর্থ**— "নামাজ ত্যাগ কাফেরদিগের রীতি।"

মেরকাত, ১ম খণ্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা ঃ—

"তিনি বলেন, নামাজ পাঠ বান্দা ও কাফেরির মধ্যে অন্তরাল স্বরূপ। কাজী বলেন, নামাজ ত্যাগে এরূপ স্থানে উপস্থিত হয়— যাহা বান্দা ও কাফেরির মধ্যে সীমা, যে সময় মনুষ্য উহা ত্যাগ করে, তখন উক্ত সীমায় উপস্থিত হয় এবং কাফেরির নিকট উপস্থিত হয়। কেহ কেহ উক্ত হাদিছের মর্ম্মে বলেন, ঈমানদার ও কাফেরের মধ্যে অকৃতজ্ঞতা ( শোকর গোজারী না করা ) প্রভেদ আছে, এ সূত্রে কোফর শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতা হইবে।

শরহোস সুন্নাহ গ্রন্থে আছে, বিদ্বান্‌গণ ফরজ নামাজ স্বেচ্ছায় ত্যাগকারীকে কাফের বলা সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এনকার করিয়া নামাজ ত্যাগ করে,

তাহাকে কাফের বলা হইয়াছে, কিম্বা তম্বিহ তাড়নাভাবে কাফের বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কাফের বলা হইবে না।

হাম্মাদ বেনে জায়েদ, মকহুল, মালেক ও শাফিয়ি বলেন, নামাজ ত্যাগকারী ইছলাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী ( মোরতাদ্দের ) ন্যায় ( হত্যার যোগ্য ), কিন্তু ইছলাম হইতে খারিজ হইবে না, (ইমাম) আবু হানিফা (রঃ) বলেন, তাহাকে হত্যা করা হইবে না, বরং যতক্ষণ সে নামাজ না পড়ে ততক্ষণ তাহাকে বন্দী রাখা হইবে, ইহাই জুহরীর মত। মোল্লা আলি কারী বলিয়াছেন' (ইমাম) আবু হানিফার মত অতি উৎকৃষ্ট। হাদিছের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করা জায়েজ জানে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।"

ছহিহ বোখারীর টীকা, ফৎহোল বারি, ২/৫ পৃষ্ঠা, — " তোমরা তাঁহার ( খোদার ) দিকে রুজু কর, নামাজ সুসম্পন্ন কর এবং মোশরেকদিগের অন্তর্গত হইও না। ইমাম এবনে হাজার বলেন, যাহারা বেনামাজীকে কাফের বলেন, তাঁহারা আয়তটি দলীল রূপে পেশ করিয়া বলেন যে, ইহাতে কাফের হওয়া বুঝা যায়। ইহার প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে, আয়তটির মর্ম্ম এই যে, নামাজ ত্যাগ করা মোশরেকদের রীতি, এই জন্য তাহাদের রীতির অনুকরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় না যে, যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

**ফাৎহোল বারি, ১/৬২/৬৩ পৃষ্ঠা।**

"এমাম বোখরী বলিয়াছেন, স্বামীর অবাধ্যতাকে কোফরান বলা হয়, কোফর ছোট বড় কয়েক প্রকার আছে। এইরূপ কতকগুলি গোনাহকে কোফর বলা হয়, কিন্তু যে স্থলে উক্ত গোনাহগুলিকে কোফর বলা হয়, উহাতে ইসলাম হইতে খারিজকারী কোফর অর্থ গ্রহণ করা হয় না। হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা অধিক কটুবাক্য বলে এবং স্বামীর কোফর ( অকৃতজ্ঞা ) করে। (এ

স্থলে স্বামীর অবাধ্যতাকে কোফর বলা হইয়াছে)। গোনাহ সমূহ জাহেলিয়াতের কার্য্য, শেরক ব্যতীত গোনাহকারী ব্যক্তি কাফের হয় না, ইহার প্রমাণ এই হাদিছ, "নিশ্চয় তুমি এরূপ একজন পুরুষ যে, তোমার মধ্যে জাহিলিয়াতের রীতি আছে।" (দ্বিতীয় প্রমাণ), মহিমান্বিত খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "নিশ্চয় খোদাতায়ালা তাঁহার সহিত শরিক করা মার্জ্জনা করিবেন না এবং তদ্ব্যতীত (অন্য গোনাহ) যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, মার্জ্জনা করিবেন।"

এমাম এবনে হাজার বলেন, ওয়াজেব কার্য্য ত্যাগ করায় ও হারাম কার্য্য করায় যে গোনাহ হয়, উহাকে জাহিলিয়াতের রীতি বলে, শেরক সমস্ত গোনাহ অপেক্ষা বৃহত্তম। (এমাম বোখারির) দলিলের মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গোনাহ সমূহকে অকৃতজ্ঞতা বলা হইয়া থাকে, শরিয়তের এনকার অর্থে বলা হয় নাই। এক্ষণে তিনি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, উক্ত কোফর (অকৃতজ্ঞতা) ইসলাম হইতে খারিজ করে না, পক্ষান্তরে খারেজী দল গোনাহ সমূহের জন্য লোককে কাফের বলিয়া থাকে। কোরআন শরিফের আয়ত তাহাদের প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছে, আয়তটি এই ঃ—

তিনি (খোদাতায়ালা) শেরক ব্যতীত (অন্য গোনাহ) যাহার জন্য ইচ্ছা করেন মার্জ্জনা করেন।" এস্থলে খোদাতায়ালা শেরক ব্যতীত অন্য গোনাহকে মার্জ্জনা যোগ্য স্থির করিয়াছেন। এই আয়তে শেরকের মর্ম্ম কাফেরী। কোন সময় শেরক বলিয়া কাফেরি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করা হয়, যথা নিম্নোক্ত আয়ত—

لم يكن الذين كفرو من اهل الكتاب و المشركين *

(শেরক এক প্রকার বিশিষ্ট কাফেরীকে বল হইয়াছে) এবনে বাত্তাল বলিয়াছেন, প্রথমোক্ত আয়তের মর্ম এই যে, "যে ব্যক্তি শেরক ব্যতীত অন্য গোনাহ করিয়া মরিয়াছে, খোদাতায়ালা তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারেন।" ইহা খারিজিদের মত খণ্ডন করিতেছে।

আরও এমাম বোখারি ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহ করিলে কাফের হয় না, এই প্রস্তাবের দলিল স্বরূপ বলেন যে, খোদাতায়ালা নিম্নোক্ত দুই আয়তে ঃ—

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم *

প্রাণ হত্যাকারীদিগকে ঈমানদার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আশেয়াতোল লাময়াত ১/৩০০।

উক্ত হাদিছের মর্ম্ম, বান্দা ও কাফিরির মধ্যে নামাজ ত্যাগ সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কেননা নামাজ অন্তরাল স্বরূপ, বান্দাকে কফেরি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে বাধা প্রদান করে, যদি নামাজ অন্তরাল না থাকে, তবে বান্দা অবাধে কাফেরিতে উপস্থিত হইতে পারে।

এই হাদিছে নামাজ ত্যাগ করার প্রতি কঠিন তাড়না করা হইয়াছে এবং ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বেনামাজি কাফেরির নিকট উপস্থিত হইয়া পড়ে। কেয়াস অমান্যকারী দল বেনামাজীকে কাফের বলিয়া থাকেন। (এমাম) শাফিয়ি ও মালেক এরূপ কতক সংখ্যক বিদ্বানের মতে যদিও বেনামাজি কাফের হয় না, তথাচ তাহার প্রাণ বধ করা ওয়াজেব। হানাফীগণের মতে যতক্ষণ নামাজ না পড়ে, ততক্ষণ তাহাকে প্রহার ও বন্দী করা ওয়াজেব।"

আয়নি ১/২১১/২১২।

"(এমাম) নবাবি বলিয়াছেন, এই হাদিছে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি নামাজ ফরজ জানিয়া স্বেচ্ছায় উহা ত্যাগ করে, তাহার প্রাণ হত্যা করা হইবে, ইহাই অধিকাংশ বিদ্বানের মত। (এমাম) বদরদ্দীন আয়নি বলেন, এরূপ দলীল গ্রহণ করা ছহিহ নহে, কেননা হাদিছে (জাকাত অমান্যকারীদের সহিত) সংগ্রাম করার

কথা আছে সংগ্রাম করা মোবাহ্ হইলেও প্রাণ বধ মোবাহ্ প্রমাণিত হয় না।”

এমাম আহমদ হইতে তাঁহার অধিকাংশ শিষ্য যে রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ কারী কাফের হইয়া যাইবে ও ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। (এমাম) আবু হানিফা ও মোজান্না বলেন, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি তওবা করে, ততক্ষণ তাহাকে বন্দী করা হইবে এবং তাহার প্রাণ বধ করা হইবে না।”

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এমাম আহমদের এক রেওয়াএতে বেনামাজি কাফের হইবে এবং অন্য রেওয়াএতে কাফের হইবে না।

**এমাম তাজদ্দিন ছুবকি তাবাকাতে কোবরা গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ২২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—**

**حكي ان احمد ناضر الشافعي فى تارك الصلوة فقال له الشافعي يا احمد أتقول إنه يكفر قال نعم قال اذا كان كافرا فبم يسلم قال بقول لا اله الا الله محمد رسول الله قال الشافعى فالرجل مستديم لهذا أتقول ثم يتركه قال يسلم بان يصلى قال صلاة الكافر لا تصح و لا يحكم بالاسلام بها فانقطع احمد و سكت ***

“কথিত আছে যে, (এমাম) আহমদ বেনামাজির সম্বন্ধে (এমাম) শাফিয়ির সহিত তর্ক করিয়াছিলেন, ইহাতে (এমাম) শাফিয়ি তাঁহাকে বলিলেন, আহমদ! তুমি কি বল যে, বেনামাজি কাফের হইবে? (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, (কাফের হইবে) এমাম শাফিয়ি বলিলেন, তবে সে ব্যক্তি কিসে মুছলমান হইবে? (এমাম) আহমদ বলিলেন, কালেমা পাঠ করিলে (মুছলমান হইবে)। (এমাম) শাফিয়ি বলিলেন, উক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা এই কালেমা পড়িয়া থাকে, উহা ত্যাগ করে নাই ত; (এমাম) আহমদ

বলিলেন, নামাজ পড়িলে, মুছলমান হইবে। ( এমাম ) শাফিয়ি বলিলেন, কাফেরের নামাজ ছহিহ হয় না এবং তদ্দারা তাহার মুছলমান হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না, ইহাতে ( এমাম) আহমদ নিরুত্তর ও নির্ব্বাক হইলেন।

**পাঠক, হাদিছ শরিফে বহু স্থলে অকৃতজ্ঞতা অর্থে কোফর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, নিম্নে উহার কয়েকটি প্রমাণ পেশ করা হইতেছে :—**

ليس من رجل ادعى لغير ابيه و هو يعلمه الاكفر *

১ম ছহিহ মোছলেম, ৫৭ পৃষ্ঠা;—

"যে কোন পুরুষ নিজের পিতা ভিন্ন অন্যকে পিতা বলিয়া দাবী করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।"

এমাম নবাবী উহার টীকায় লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি কার্য্য হালাল জানিয়া এইরূপ করে, সেই ব্যক্তি কাফের হইবে কিম্বা সেই ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা করিল, ইহাতে ইসলাম হইতে খারিজ হইবে না।

২য়—উক্ত গ্রন্থ, ৫৯ পৃষ্ঠা :— و قتاله كفر

"উক্ত মুছলমানের সহিত সংগ্রাম করা ( কিম্বা কলহ করা) কোফর হইবে।"

এমাম নবাবী এস্থলে কোফরের অর্থ অকৃতজ্ঞতা লিখিয়াছেন।
৩য়, উক্ত পৃষ্ঠা :—

اثنتان فى الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب و النياحة على الميت *

"মনুষ্যদের মধ্যে দুইটি কোফর আছে, বংশ নিন্দা ও মৃতের উপর উচ্চশব্দে ক্রন্দন।"

এমাম নাবাবী এস্থলে ও কোফর শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতা লিখিয়াছেন।

৪র্থ, উক্ত পৃষ্ঠা ঃ— انما عبد ابق من مواليه فقد كفر

"যে ক্রীতদাস আপন প্রভু হইতে পলায়ন করে, সে নিশ্চয়ই কোফর করিয়াছে।"

এমাম নাবাবী এস্থলেও উক্ত কোফর শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতা লিখিয়াছেন।

৫ম ঐ গ্রন্থ ৬০ পৃষ্ঠা ঃ— تكفرن العشير

"উক্ত স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সহিত কোফর করে।"

এমাম নাবাবী এস্থলে কোফরের অর্থ অকৃতজ্ঞতা ও স্বামীর অবাধ্যতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠক, যেরূপ উপরোক্ত পঞ্চস্থলে কোফর শব্দের অর্থ প্রকৃত কাফেরী নহে, সেইরূপ নামাজ ত্যাগ সংক্রান্ত হাদিছেও কোফর অর্থ প্রকৃত কাফেরি নহে, এবং অকৃতজ্ঞতা অর্থে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, এমাম আহমদের বেনামাজি কাফের হওয়ার রেওয়াএত ভ্রান্তিমূলক, তিনি যে এরূপ স্থলে কোফর শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতা না লইয়া প্রকৃত কাফেরি লইয়াছেন, ইহাই তাঁহার ভ্রান্তির কারণ। এই জন্য তিনি শেষ অবস্থায় বেনামাজির কাফের না হওয়ার মত সমর্পণ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় রেওয়াএত।

মূল মন্তব্য এই যে, বাসরার এমাম হাম্মাদ বেনে জায়েদের মতে, শামের এমাম মকহুলের মতে, মদিনার এমাম মালেকের

মতে, মক্কার এমাম শাফিয়ির মতে, বাগদাদের এমাম আহমদের ছহিহ মতে, কুফার এমাম আবু হানিফার মতে, খোরাছানের এমাম বোখারি এবং প্রায় সমস্ত ছাহাবা, তাবিয়ি মোজতাহেদ ও মোহাদ্দেছের মতে কোন ব্যক্তি নামাজ ফরজ জানিয়া উহা ত্যাগ করিলে কাফের হইবে না।

পাঠক, আমাদের দেশের মজহাব বিদ্বেষীগণ প্রত্যেক বেনামাজীকে কাফের বলিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের প্রধান নেতা দিল্লী নিবাসী সৈয়দ মাওলানা নজির হোছায়েন ছাহেবের দুইটি ফৎওয়ার সংক্ষিপ্ত সার এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের মতের স্বার্থকতা সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছি।

**ফৎওয়ায় নজিরিয়া, ১ম খণ্ড, ৩৩৩ / ৩৩৬ পৃষ্ঠা ঃ—**

## প্রশ্ন

**যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কুফরী করিল।**

**من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر** *

হজরত রছুলে খোদা ( ছাঃ ) এর উপরোক্ত হাদিছ অনুযায়ী তাহাকে কাফের বলা যাইবে কি না ?

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

নামাজ ত্যাগকারী যদি অন্যান্য শেরক ও কাফেরিমূলক কার্য্য ও ধর্ম্মের আবশ্যকীয় বিধানগুলি এনকার না করে, তবে অধিকাংশ সুন্নত-জামায়াত ভুক্ত বিদ্বানের মতে সে মুছলমান বলিয়া গণ্য হইবে, কাফের বলিয়া গণ্য হইবে না, কেননা ছুন্নত জামাতের নিকট ( সৎকার্য্য ) ঈমানের অংশ নহে, বরং উহার পূর্ণকারী বিষয় পক্ষান্তরে মোতাজেলা খারিজি ( এই ভ্রান্ত ) দলের মতে সৎকার্য্য

মূল ঈমানের অংশ, এই হেতু কোন সৎকার্য্য ত্যাগ করিলে খারেজি দিগের মতে কাফের হইতে হয়, মোতাজেলাদিগের মতে কাফের হইতে হয় না, কিন্তু ঈমানদার থাকিতে পারে না। ইহা আকায়েদের কেতাব সমূহে লিখিত আছে। ( কোরাণ শরিফে ) ঈমানের পরে পৃথকভাবে আমলকে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাই আমলের ঈমানের অংশ না হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ।

তফছিরে বয়জবি ও মোজাহারিতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে, আমল যে ঈমানের অংশ নহে বহু হাদিছে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ আছে। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে ( হজরত ) ওবাদা আনাছ, মোয়াজ ও অবুজার কর্ত্তৃক হজরত নবি ( ছাঃ ) এর যে হাদিছগুলি উল্লেখিত আছে, তৎসমস্ত দ্বারা আমলের ঈমানে অংশ না হওয়া প্রমাণিত হয়। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে হজরত আবু ছইদ কর্ত্তৃক হজরত নবি ( আঃ ) এর শাফায়াত সংক্রান্ত যে হাদিছটি উল্লিখিত আছে, উহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, গোনাহ কবিরা অনুষ্ঠানকারী নামাজ ত্যাগকারী প্রভৃতি কাফের নহে এবং চির জাহান্নামী হইবে না, বরং তাহারা পাপী, পরিণামে শাফায়াতকারীগণের শাফায়াতে ও পরম দয়ালু খোদাতায়ালার মহা অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ছেহাহ লেখকগণ ও অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ একতাভাবে উল্লিখিত হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমস্তের উপর এজমা করিয়াছেন এবং উক্ত হাদিছগুলি বহু সংখ্যক ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ছহিহ মোছলেম ও তেরমেজিতে হজরত ওছমান, জাবের ও এবনে ওমর কর্ত্তৃক যে হাদিছগুলি বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয় দ্বারা আমলের ঈমানের অংশ না হওয়া প্রমাণিত হয়। ছহিহ আবু দাউদে হজরত আছান কর্ত্তৃক যে হাদিছটি আছে, উহার মর্ম্ম এই— তিনটি বিষয় ঈমানের মূল **প্রথম** এই যে ব্যক্তি কলেমা পাঠ করে, তাহা হইতে বিরত থাক, কোন গোনাহ করার জন্য তহাকে কাফের বলিও না। খারেজি ও মোতজেলাগণ গোনাহ কবিরা করার জন্য

লোককে ইছলাম হইতে খারিজ ধারণা করে, উপরোক্ত হাদিছে তাহাদের মত বাতীল প্রমাণিত হইল। এই হেতু মাওয়াফেক, আকায়েদ নাছাফি ও মেয়াতোল মাসায়েলে লিখিত আছে যে, ছুন্নত জামায়াত সম্প্রদায়ের মতে সৎকার্য্য ঈমানের অংশ নহে, ইহা সু-নিশ্চিত।

কোরআন শরিফের বহু আয়ত ও হাদিছ ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ অধিকাংশ ছাহাবা, তাবেয়ি, মোহাদ্দেছ ও মোজতাহেদ এই মতধারী ছিলেন। কতকগুলি হাদিছে নামাজ ত্যাগকারীর উপর কোফর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহা তম্বিহ ও তাড়না ভাবে বলা হইয়াছে কিম্বা উক্ত কোফর শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতা হইবে, উহার অর্থ খোদার সহিত কাফেরী নহে। আমল নষ্ট হইলে ঈমান নষ্ট হয় না এবং উহাতে চির জাহান্নামী হইতে হইবে না। ইহাতে হাদিছ সমূহের বিরোধভাব ভঞ্জন হইতে পারে, কেননা প্রথমোক্ত হাদিছগুলি বহু সংখ্যক ছনদে বর্ণিত হইয়াছে, নামাজ ত্যাগে কাফের হওয়ার হাদিছগুলি সংখ্যায় অতি অল্প, আরও উক্ত কোফরে অর্থ অকৃতজ্ঞতা হইতে পারে। এই সূত্রে অল্প সংখ্যক ছনদে বর্ণিত হাদিছ বহু সংখ্যক ছনদে বর্ণিত হাদিছের প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে পারে না এবং যে হাদিছের কোফর শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতা হইতেও পারে, তদ্দ্বারা কাফেরি সাব্যস্ত হইতে পারে না। নখয়ি, এবনে মোবারক, আহমদ ও ইছাহাক হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করতঃ নামাজ ত্যাগকারীকে কাফের বলিয়াছেন, এইরূপ কতক ছাহাবা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কাফের না বলাই দলীল সঙ্গত মত। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, তম্বিহ ও তাড়না ভাবে উক্ত হাদিছ কথিত হইয়াছে। ইহা মাছাবিহ গ্রন্থের টীকায় লিখিত আছে আহমদ, আবু দাউদ, মালেক ও নাছায়ি হজরত ওবাদার যে, হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহাতেও প্রমাণিত হয় যে, নামাজ ত্যাগকারী কাফের নহে এবং চির জাহান্নামী হইবে না। ইহাই সুন্নত জামায়াতের মজহাব। এমাম আহমদ হজরত মোয়াজের একটি হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাতে বুঝা যায় যে নামাজ ত্যাগকারী হইতে

খোদাতায়ার ওয়াদা ( বা রক্ষণাবেক্ষণ ) দূরীভূত হইয়া যায়, ইহাতেও নামাজ ত্যাগকারীর কাফের হওয়া প্রমাণিত হয় না। এমাম আহমদের প্রসিদ্ধ রেওয়াএত অনুযায়ী নামাজ ত্যাগকারী কাফের হইয়া যায়, কিন্তু উপরোক্ত দলীল সমূহের জন্য তাঁহার মত গ্রহণীয় হইতে পারে না। কোফর শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। কোরআন শরিফে আছে, " খোদাতায়ালা যাহা অবতারণ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তদনুযায়ী হুকুম মান্য না করে, তাহারাই কাফের হইবে। হজরত এবনে আব্বাস ( রাঃ) উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, তাহারা খোদা ও কেয়ামত অমান্যকারী কাফের নহে। আওছ খজরজ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল, 'তোমরা কিরূপে কোফর করিতেছ, অথচ তোমাদের উপর আয়ত সমূহ পাঠ করা হইতেছে।' এস্থলে খোদার সহিত কাফেরি করা বুঝা যায় না। বরং কোফরের অর্থ অকৃতজ্ঞতা।

সৈয়দ নজির হোসায়েন।

আরও ফাতাওয়ায় নজিরিয়া, ১/৩৪৭/৩৪৮।

## —ঃঃ প্রশ্ন ঃঃ—

হাদিছ শরিফে নামাজ ত্যাগকারীর উপর শেরক ও কোফর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা কি তম্বিহ ও তাড়না ভাবে কথিত হইয়াছে কিম্বা উহার প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হইবে ?

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

জানিয়া রাখা উচিত যে, নামাজ ত্যাগকারী দুই প্রকার হইয়া থাকে, এক প্রকার-বেনামাজি নামাজের ফরজ ওয়াজেব হওয়া অস্বীকার করিয়া থাকে, দ্বিতীয় প্রকার-শৈথিল্য বশতঃ উহা ত্যাগ করিয়া থাকে। প্রথম শ্রেণী ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া প্রকৃত কাফেরে পরিণত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর কোফর শব্দের প্রয়োগ হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু উহা প্রকৃত কাফেরি নহে, বরং

উক্ত শব্দ অকৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেননা বহু আয়ত ও স্পষ্ট ছহিহ হাদিছে বুঝা যায় যে, উক্ত কোফর শব্দের অর্থ প্রকৃত কাফেরি নহে। এমাম বোখারি বলিয়াছেন, গোনাহ জাহেলিয়তের কার্য্য, শেরক ( কাফেরি ) ব্যতীত গোনাহগার ব্যক্তি কাফের হইবে না। ইহার প্রমাণ এই যে, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, নিশ্চয় খোদাতাঁহার সহিত শরিক করা মার্জ্জনা করিবে না, তদ্ব্যতীত অন্য (গোনাহ ) যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, মার্জ্জনা করিবেন।" আরও খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "যদি দুই দল ঈমানদার রক্তপাত করে, তবে তোমরা তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দাও।" খোদাতায়ালা এস্থলে রক্তপাতকারী অথবা গোনাহ কবিরা অনুষ্ঠানকারীদিগকে ঈমানদার বলিয়াছেন। এদিকে হজরত রছুলুল্লাহ ( ছাঃ ) মুছলমানের রক্তপাত করা কোফর বলিয়াছেন। আরও আবু দাউদের হাদিছে আছে, হজরত ( ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কলেমা পাঠ করে, তাহাকে কোন গোনাহ করার জন্য কাফের বলিও না।

আর ছহিহ মোছলেমে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে ব্যক্তি দোজখে প্রবেশ করিবে, আর যে ব্যক্তি খোদার সহিত কোন বিষয় শরিক না করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে।" আরও বলিয়াছেন, " যে ব্যক্তি কলেমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মৃত্যুপ্রায় হয়, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে।" আরও তেরমেজিতে আছে, হজরত বলিয়াছেন, "যদি কেহ জমি তুল্য পাপ করিয়াছে, কিন্তু খোদার সহিত শরিক না করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তবে খোদাতায়ালা তাহাকে মার্জনা করিতে পারেন।" অধিকাংশ সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ সমূহের জন্য বলিয়াছেন যে— فمن تركها فقد كفر হাদিছের কোফর শব্দের অর্থ প্রকৃত কাফিরি নহে, ইহাই তিন এমাম ও অধিকাংশ প্রাচীন বিদ্বানের মনোনীত মত। এমাম নবাবী বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাজের ফরজ হওয়া এনকার করে সে ব্যক্তি মুছলমানগণের

এজমা হইতে ও ইছলাম হইতে খারিজ হইয়া কাফেরে পরিনত হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাজকে ফরজ বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু শৈথিল্য বশতঃ উহা ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি ( এমাম ) মালেক, শাফেয়ি, আবু হানীফা এবং অধিকাংশ প্রাচীন ও পরবর্ত্তী বিদ্বানের মতে কাফের হইবে না। **দ্বিতীয়** প্রাচীন ছুফি সম্প্রদায় ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আমল মূল ঈমানের অংশ নহে, বরং উহার পূর্ণকারী বিষয়। পক্ষান্তরে মোতাজেলাগণ আমলকে মূল ঈমানের অংশ ধারণা করিয়াছে। হাফেজ এবনে হাজার 'ফৎহোল বারিতে' ইহাই লিখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন বিদ্বানগণের মজহাব অনুসারে নামাজের তুল্য কোন সৎকার্য্য ত্যাগ করিলে, মূল ইমাম হইতে খারিজ হইবে না, বড় বেশী হয়'ত তাহার ইমাম কামেল ( পূর্ণ ) হইবে না।"

মোহাম্মদ নজির হোছাএন।

পাঠক, মজহাব বিদ্বেষীদিগের প্রধান নেতা মাওলানা নজির হোছাএন ছাহেবের দুইটি ফৎওয়ার সংক্ষিপ্ত সার লিখিত হইল। ফেক্‌হে আকবরের টীকা, ২১৩ পৃষ্ঠা ঃ—

و اما قوله و من ترك الصلوة تهاونا اي استخفافا لا تكاسلا فقد كفر قول و هو احد تاويلات قوله عم من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر *

" যে ব্যক্তি নামাজ হেয় জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি কাফের হইবে, কিন্তু শৈথিল্য বশত উহা ত্যাগ করিলে কাফের হইবে না, ইহাই من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر এই হাদিছের এক অর্থ।

আরও ৮৬ পৃষ্ঠা ঃ—

كما اول حديث من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر اي مستحلا للترك و الحاصل ان الفسق و العصيان لا يزيل الايمان فيصير كافرا *

" যেরূপ ترك الصلوة متعمدا فقد كفر এই হাদিছের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইবে যে, নামাজ ত্যাগ হালাল ত্যাগ ধারণায় বিশ্বাস করিলে কাফের হইবে, মূল কথা পাপ ও গোনাহ ঈমান নষ্ট করে না এবং (উহাতে) কাফের হয় না।"

তফছিরে আহমদি ৪৭১ পৃষ্ঠা :—

هذه الاية اعني قوله تعالى و لا تصل علي احد منهم مات ابدا و لا تقم علي قبره صريحة في انه لا يجوز الصلوة على الكافر بحال *

" কোরান শরিফে আছে, তুমি তাহাদের (উক্ত মোনাফেকদের) মধ্যে এরূপ কোন ব্যক্তির উপর যে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, কখনও নামাজ পাঠ করিও না এবং তাহার কবরের উপর দণ্ডায়মাণ হইও না।" এই আয়তে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন অবস্থায় কাফেরের উপর জানাজা পাঠ জায়েজ নহে।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা :—

لان الصلوة على الفاسق جائز باجماع الصحابة و التابعين و مضى عليه العلماء الصالحون و هو مذهب اهل السنة و الجماعة *

"ছাহাবা ও তাবেয়ি সম্প্রদায়ের এজমা অনুযায়ী ফাছেকের উপর (জানাজা) নামাজ জায়েজ আছে, এই মতের উপর ছুফি বিদ্বানগণ চলিয়া গিয়াছেন এবং ইহাই ছুন্নত জামায়াতের মজহাব।"

و لما علل الله تعالي عدم جواز الصلوة بمجموع الكفر و الموت و كان حسن الخاتمة و قبحها امرا غيبا عنا حكمنا بان من استقر على كلمة الاسلام الى اخر الوقت يجوز الصلوة عليه و ان يحتمل ان يسبق عليه الكتاب و يخرج من الدنيا كافرا و من استقر على كلمة الكفر الى آخر الوقت لم يجز الصلوة عليه و ان كان يحتمل ان يسبق عليه الكتاب فيموت مؤمنا *

"যখন খোদাতায়ালা কাফেরি অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়াকে (জানাজা) নামাজ নাজায়েজ হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং মৃত্যুকালীন ভাল মন্দ অবস্থা আমাদের জ্ঞানের অগোচর, তখন আমরা হুকুম করিলাম যে, যে ব্যক্তি শেষ সময় অবধি ইছলামী কলেমার উপর স্থায়ী থাকে, যদিও অদৃষ্টলিপি অনুসারে তাহার কাফের হইয়া জগৎ ত্যাগ করিবার সম্ভবনা আছে, তথাচ তাহার উপর জানাজা পাঠ জায়েজ হইবে। আর যে ব্যক্তি শেষ সময় পর্য্যন্ত কাফেরি কলেমার উপর স্থায়ী থাকে, যদিও তাহার পূর্ব্ব অদৃষ্টলিপি অনুসারে ঈমানদার হইয়া মরিবার সম্ভবনা আছে, তথাচ তাহার উপর জানাজা পাঠ জায়েজ হইবে না।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, যে বেনামাজী কোন প্রকার শেরক কাফেরি করে না, তাহার উপর জানাজা পাঠ জায়েজ আছে, ইহাই ছাহাবা, তাবেয়িগণের ও ছুন্নত জামায়াতের মত।

মজহাব বিদ্বেষীদের নেতা মাওলানা নজির হোসেন সাহেব "ফৎওয়া নজিরিয়ার" ১ম খণ্ডে ৪০১ / ৪০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

আলেম ও ফৎওয়াদাতাগণ এ বিষয়ে কি বলেন যে, এক ব্যক্তি কখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে নাই, তবে ঈদের নামাজ পড়িত, ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িত না, নামাজ পড়িব বলিয়া একবার করিত, এইরূপ লোকের জানাজা পাঠ উচিত কি না?

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

চারি এমাম ও সমস্ত ছুন্নত জামায়াত সম্প্রদায়ের মতে উপরোক্ত দুই প্রকার লোকের জানাজা অবশ্য পাঠ করা উচিত, কিছুতেই এইরূপ লোকদের জানাজা ত্যাগ করা ও তাহাদিগকে বিনা জানাজায় দফন করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি কখন কখন

নামাজ কড়ে নাই, কিন্তু নামাজের ফরজ হওয়া কখনও অস্বীকার করে নাই এইরূপ লোক মুছলমান বলিয়া গণ্য হইবে। যদিও (এইরূপ ব্যক্তি) নামাজ না পড়ার জন্য পাপী ও কঠিন গোনাহগার হইবে। তথাচ কাফের ও মোরতাদ নহে ; কাজেই কেন ইহাদের জানাজা পড়া হইবে না ? শরিয়ত অনুযায়ী মুছলমানদিগকে কাফেরের জানাজা পাঠ এবং উহার জন্য দোওয়া এস্তেগফার করা নিষিদ্ধ। ফাছেকের জন্য জানাজা ও দোওয়া এস্তেগফার করা নিষিদ্ধ নহে, ইহার উপর ছাহাবা, তাবেয়ি ও মুছলমান এমামগণের এজমা হইয়াছে।”

**মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবি সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ২য় খণ্ডের ৩৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—**

## ঃঃ প্রশ্ন ঃঃ

**একজন মুছলমান আজীবন নামাজ পড়ে নাই, বহু দিবস পরে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তখন তাহার গোছল জানাজা ইত্যাদি সম্বন্ধে কি হুকুম হইবে?**

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

মুছলমানগণের ন্যায় তাহার গোছল, জানাজা ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্যের বন্দোবস্ত করা হইবে। হাদিছে আছে ;- তোমরা প্রত্যেক সৎ অসৎ ব্যক্তির জানাজা পাঠ কর।

ইতি—

মোহাম্মদ আবদুল হাই।

# ষষ্ঠদশ মসলা

কেহ কোন মুছলমানকে কাফের কিম্বা বেঈমান বলিলে কি হইবে?

## ঃঃ উত্তর ঃঃ

আলমগিরি' ৩য় খণ্ড, ৩০৪/৩০৫ পৃষ্ঠা ঃ—

و لو قال لمسلم اجنبي يا كافر اولا جنبية يا كافرة
و لم يقل المخاطب شيا او قال لامرأته يا كافرة و لم تقل
المرأة شيأ او قالت المرأة لزوجها يا كافر و لم يقل الزوج
شيأ كان الفقيه ابو بكر الاعمش البلخي يقول يكفر
هذا القائل و قال غيره من مشائخ بلخ رحمهم الله تعالى
لا يكفر و المختار للفتوى في جنس هذه المسائل ان
القائل بمثل هذه المقالات ان كان اراد الشتم و لا يعتقده
كافرا لا يكفر و ان كان يعتقده كافرا فخاطبه بهذا بناء
على اعتقاد انه كافر يكفر كذا في الذخيرة *

"যদি কেহ কোন অপর (বেগানা) লোককে কিম্বা অপর স্ত্রীলোককে কাফের বলে এবং উক্ত পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক কিছুই না বলে, অথবা কেহ আপন স্ত্রীকে কাফের বলে এবং উক্ত স্ত্রী কিছুই না বলে বা কোন স্ত্রীলোক আপন স্বামীকে কাফের বলে এবং স্বামী কিছুই না বলে, তবে, ফকিহ আবুবকর আ'মাশ বালাখি বলিতেন যে, এই বাক্য প্রয়োগকারী কাফের হইয়া যাইবে। বালাখের অন্যান্য ফকিহগণ বলিতেন যে, সে কাফের হইবে না।

এইরূপ মস্‌লা সমূহে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত এই যে, যদি এইরূপ বাক্য প্রয়োগকারী গালি দেওয়ার ধারণা করিয়া থাকে, এবং তাহাকে কাফের বলিয়া ধারণা না করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না। আর যদি তাহাকে কাফের ধারণা করিত এবং এই কাফের ধারণা করা হেতু ইহা বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, যদি কেহ মুছলমানকে কাফের ধারণা করিয়া কাফের কিম্বা বেঈমান বলিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। আরবি গালি দেওয়ার ধারণায় কাফের কিম্বা বেঈমান বলিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, কিন্তু গোনাহগার হইবে। ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্যমত।

**সমাপ্ত**